CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 29 January, 2020 ■ আগরতলা, ২৯ জানুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ১৪ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিদ্যার দেবী শ্রীশ্রী সরস্বতীর প্রতীমা নিয়ে রাজপথ ধরে স্কুলের উদ্ধেশ্যে যায় ছাত্ররা। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

ফের বিচারাধীন কয়েদির অস্বাভাবিক মৃত্যু কারাগারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ও বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি।। আগরতলা পশ্চিম থানার লক আপে পুলিশ রিমাণ্ডে আনা আসামী সুশান্ত ঘোষের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই বিশালগড়ের প্রভুরামপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন এক বন্দীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম সঞ্জিব সরকার। বাড়ি তেলিয়ামুড়া গৌরাঙ্গটিলা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ফাঁসিতে সে আত্মহত্যা করেছে বলে কর্তৃপক্ষের অভিমত। থানার লক আপে এবং কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পারদ আবার উর্দ্ধমুখী।

বিশালগড়ের প্রভুরামপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে মঙ্গলবার সঞ্জিব সরকার নামে এক বিচারাধী বন্দী মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে বলে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন। কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দীর ফাঁসিতে আত্মহত্যার বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা কৌতহলের সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, ৭ মাস আগে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার গৌরাঙ্গ টিলার বাসিন্দা পেশায় গাড়ি চালক সঞ্জিব সরকারকে এনডিপিএস মামলায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আদালতের নির্দেশে তাকে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। সংশোধনাগারের ভিতরে মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎই তা ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায় সংশোধনাগারের এক কর্মী। সংশোধনাগার অভ্যন্তরে টয়লেট'র ভিতরে সে গলায় গামছা দিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়। এটিকে ঝুলন্ত মৃতদেহ নামিয়ে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতাল কর্তৃ পক্ষ সঞ্জিব সরকারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ না থাকায় সেখান থেকে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য জিবি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ছুটে যান মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ পুলিশকর্মীরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার সম্পর্কে তারা কেউই আপাতত মুখ খুলতে নারাজ। এদিকে, গত সোমবার সঞ্জীব ফোনে তার স্ত্রী শিখা রাণী বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলে বিস্কুট নিয়ে আসার জন্য

স্ত্রীকে বলেছিল। সে অনুযায়ী মঙ্গলবার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে স্ত্রী শিখা রাণী বিশ্বাস কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার যায়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে জানানো হয় স্বামী অসুস্থ হয়ে জিবি হাসপাতালে রয়েছে। সেখানে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন তারা। সে অনুযায়ী জিবি হাসপাতালে ছুটে গেলে সেখানে তাকে বলা হয় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে সঞ্জীব। মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। সেখানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনের মুখে পাহাড়ে দল বদলের হিড়িক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া ও শান্তিরবাজার, ২৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দল বদল অব্যাহত রয়েছে। শাসক শরিক দল আইপিএফটি সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তেলিয়ামুড়া ও শান্তিরবাজারে দুটি পৃথক সভায় বেশ কিছু সংখ্যক লোকজন আইপিএফটি দলে আনুষ্ঠানিক দলে যোগ দিয়েছেন। তাদেরকে দলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়েছেন আইপিএফটির সভাপতি রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা এবং আইপিএফটির সম্পাদক তথা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ি ড্রপগেইট এলাকায় মঙ্গলবার আইপিএফটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটির সভাপতি রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা, আইপিএফটির ভাইস চেয়ারম্যান শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক বিশ্বকেতু দেববর্মা, মানিক রিয়াং, বলেন্দ্র রিয়াং ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় বিজেপির শান্তিরবাজার মণ্ডলের প্রাক্তন সহ সম্পাদক বিত্তরাম রিয়াং-এর নেতৃত্বে ৭৩ জন কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে আইপিএফটি দলে যোগদান করেন। দলত্যাগীদের হাতে পতাকা তুলে দিয়ে তাদের বরণ করে নেন রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইপিএফটির সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা বলেন, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে সবক'টি আসনে আইপিএফটি প্রার্থীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লি নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যের তিন নক্ষত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে তারকা প্রচারের তালিকায় ত্রিপুরার তিন নক্ষত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা যথাক্রমে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা এবং বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। ইতিমধ্যে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি এবং বিধায়ক দিল্লি গিয়ে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন।

আগামী ৮ ফ্রেব্রুয়ারি দিল্লি বিধানসভার নির্বাচন। ফলাফল ঘোষণা হবে ১১ ফেব্রুয়ারি। স্বাভাবিকভাবেই প্রচারে ঝড় তুলতে চাইছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। বিশেষ করে আম আদমি পার্টি, বিজেপি এবং কংগ্রেস সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছে ওই নির্বাচনে। বিজেপি দলীয় প্রচারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তারকা রাজনীতিবিদদের ডেকেছে। ত্রিপুরা থেকেও তিন হেভিওয়েট নেতা প্রচারে অংশ নেবেন।

এ-বিষয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, গতকাল রাত থেকেই দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের নিয়ে এক সভায় তাঁদের কাছে বিজেপি এবং মোদী সরকারের সাফল্য তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, বামফ্রন্টের ৩৫ বছরের শাসনে ত্রিপুরা নরকে পরিণত হয়েছিল, সে-কথাও বলেছেন তিনি। মানিকবাবু জানান, দিল্লির নির্বাচনী প্রচারে তিনি বাড়ি বাড়ি প্রচার করবেন। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের কাছে যাবেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর পরিচিত মহলের কাছে পৌঁছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বিয়ের ৬ মাসের মধ্যেই পনের দায়ে গৃহবধূকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে হত্যা করেছে নিষ্ঠুর স্বামী। নিহত গৃহবধূর নাম দীপা দাস। বাবার নাম নিখিল দাস, বাড়ি দক্ষিণ রামনগর। স্বামীর নাম পিন্টু সরকার। বাড়ি নারায়ণপুর। গত ২৭ জানুয়ারি রাতে গায়ে কেরোসিন ঢেলে হত্যার চেষ্টা করে স্বামী। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ২৮ জানুয়ারি মৃত্যু হয় দীপার। এ ব্যাপারে দীপার বাবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে। পনের দায়েই এই হত্যাকাণ্ড বলে জানা গেছে।

পাঁচ বছরের জন্য পর্যটন নীতি গ্রহণ করল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশে আগামী পাঁচ বছরের জন্য পর্যটন নীতি গ্রহণ করলো রাজ্য সরকার। সেই সাথে ঊনকোটিকে যাতে ইউনেসকো হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষণা করে তারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানিয়ে মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ঊনকোটিকে যদি ইউনেসকোর

মাধ্যমে হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষণা করা যায় তাহলে বিশ্বের পর্যটনের মানচিত্রে জায়গা করে নেবে ত্রিপুরা। এতে পর্যটন শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি রাজ্যের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, গতবছর পর্যটন থেকে রাজ্যের আয় হয়েছিলো প্রায় তিন কোটি টাকা। রাজ্য সরকার চাইছে এই আয় বৃদ্ধি করতে। যদি আগে অসংগঠিত ভাবে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো।

বর্তমান সংগঠিত ভাবে এই শিল্পের বিকাশ ঘটাতেই সরকার পলিসি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিচারের আশায় প্রহর গুনছেন নির্যাতিতা গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি।। দীর্ঘ ১২ বছরেও গৃহবধূ স্বামীর ঘরে সুখ পেল না। স্বামীর দ্বারা মানসিক, শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে গৃহবধূটি বর্তমানে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে এক কন্যা সন্তানকে নিয়ে বাঁচার তাগিদে। এমনই ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ি এলাকায়।

তৈদু থানাধীন মৃত নিপুল চক্রবর্তীর ছেলে গৌতম চক্রবর্তীর সাথে সামাজিকভাবে বিয়ে হয় তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ির বাসিন্দা কুমার চক্রবর্তীর মেয়ে বর্ণালী চক্রবর্তীর দীর্ঘ ১২ বছর আগে। বিয়ের কয়েকমাস ভাল কাটলেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৪ বছর ধরে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা হচ্ছে না, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। স্কুলে দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে সরস্বতী পূজা হচ্ছে না। তাই এবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার বৃন্তক শিক্ষানিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা সরস্বতী পূজা করার জন্য আদা জল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েন। কোনও উপায় না দেখে তারা এবিভিপি-র সাথে যোগাযোগ করে সহায়তার আর্জি জানালে ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা দাবি আদায়ে বাইখোরা-মুহুরিপুর সড়ক অবরোধ করেন।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে বাইখোরা থানার পুলিশ অবরোধস্থলে ছুটে আসেন এবং সড়ক অবরোধ মুক্ত করে। সড়ক অবরোধ মুক্ত করে এবিভিপি-র সদস্যরা পূজার বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা

করেন। কিন্তু, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বছর সরস্বতী পূজা করা সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়ে দেন। তাই, ছাত্রছাত্রী এবং এবিভিপি-র সদস্যরা মিলে আগামীকাল সরস্বতী পূজা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয়ে জনৈক এবিভিপি সদস্য জানিয়েছেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই রাজি হননি। তাই আমরা স্থির করেছি, নিজেরা মিলে সরস্বতী পূজা করব।

এদিকে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এদিন সরস্বতী পূজা না করার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। কারণ, দীর্ঘ সময় ধরে ওই বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা হচ্ছে না।

কুড়ি লক্ষ টাকার ইয়াবাসহ চূড়াইবাড়িতে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চূড়াইবাড়ি, ২৮ জানুয়ারি।। ফের নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল ত্রিপুরা পুলিশ। জানা গেছে আজ সন্ধা রাত আটটা নাগাদ গোপন সুত্রের ভিত্তিত্বে উ:ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী দলবল নিয়ে অসম ত্রিপুরা রাজ্য সীমান্তের চোরাইবাড়ি এলাকার শনিছড়া এলাকার এক গোপন ডেরায় হানা দিলে এ সাফল্য আসে।এতে প্রায় দশ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক যুবক ধরা পড়ে।ধৃত যুবকের নাম জাকির হোসেন(৩০)বাড়ি হাইলাকান্দি জেলায়।

এ অভিযান সম্পর্কে উ:ত্রিপুরার এসপি জানান উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যালেটগুলোর বাজার মুল্য প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার মত হবে।মাদক পাচারকারি যুবকটি শিলচর হয়ে ট্রেনযোগে আজ সন্ধায় চোরাইবাড়ির লাগোয়া নদিয়াপুর রেল ষ্টেশনে নেমে তার গন্তব্যস্থলে যাবার প্রচেষ্টা করে।এমন খবর পেয়ে প্রথম থেকেই ত্রিপুরা পুরলিশ সবদিকে জাল বিছিয়ে রাখে।

কিন্তু সন্ধা ঘনিয়ে যাবার পরও সে জালে না পড়ায় পুলিশ ফের অভিযানের ধরন বদলে সাদা পোষাকে তল্লাশিতে নেমে তাকে স্থানীয় শনিছড়া বাজার এলাকার এক গোপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূড়ে ছাঁই উপপ্রধানের বসতবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো কমলপুর মহকুমা উত্তর হালাহালী গাও সভার উপ প্রধান নূর হুসেনের বসতবাড়ি ন সোমবার গভীর রাতে এই অগ্নিকান্ড ঘটে। তখন বাড়িতে কেউ ছিলনা। তিনটি ঘর সম্পূর্ণ ভষ্মীভুত হয়ে যায়।

মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বিধায়ক আশিস দাস সহ বিজেপি নেতৃত্ব বৃন্দরা। প্রায় ৫০লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানান বাড়ির মালিক ন এলাকাবাসী রাত আটটা নাগাদ আগুন দেখতে পায় এবং দমকলে খবর দেয় ন দমকল বাহিনী আসার আগে নূর আহমেদের তিনটি ঘর সম্পূর্ণ ভষ্মীভুত হয়ে যায় ন আগুন কিভাবে লাগলো এব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

ছুটি

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আজ বুধবার কর্মীদের ছুটি। তাই বৃহস্পতিবার জাগরণ প্রকাশিত হবে না।

মুক্তিযোদ্ধাদের পরম মিত্র ছিলেন ডাঃ রথীন দত্ত শোক প্রকাশ বাংলাদেশ হাইকমিশন সহ অনেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। মুক্তি যোদ্ধাদের পরমমিত্র ডা. রথীন দত্তের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছে আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন। তেমনি, প্রথিতযশা চিকিৎসককে চিকিৎসাজগত ছাড়াও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে জনপ্রিয়তার তথ্য তুলে ধরেছেন জনৈক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বিমল রায় চৌধুরী। তাছাড়া তাঁর কর্মজীবনে সংঘটিত একের পর এক কঠিন পরিস্থিতির তথ্য তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডা. সুরজিৎ দাস। ডা. দাস দীর্ঘ ১৪ বছর প্রয়াত ডা. রথীন দত্তের সঙ্গে কাজ করেছেন।

মঙ্গলবার আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন প্রথিতযশা শল্য চিকিৎসক ডা. রথীন দত্তের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের প্রথম সচিব তথা দূতালয়-প্রধান মহম্মদ জাকির হুসেন ভুঞা এক শোকবার্তায় বলেছেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ডা. রথীন দত্ত আগরতলার জিবি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। সে সময় শত শত আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি তিনি বহু সাধারণ মানুষেরও প্রাণ তিনি বাঁচিয়েছেন। জাকির হুসেন বলেন, ওই সময় প্রয়াত ডা. দত্ত দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চিকিৎসা পরিষেবা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর ওই অসামান্য স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী সম্মাননা প্রদান করেছে। তিনি আরও বলেন, প্রয়াত ডা. দত্তের বিশাল অবদানের কথা বহু মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিকথায় উল্লেখ

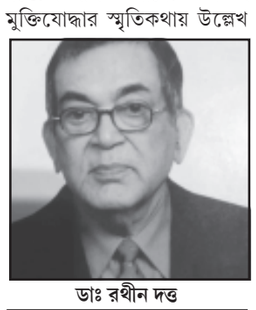

ডাঃ রথীন দত্ত

রয়েছে।

এদিন আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকারী হাইকমিশনার কিরীটী চাকমা, প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান মহম্মদ জাকির হুসেন ভুঞা, প্রথম সচিব স্থানীয় এস এম আসাদুজ্জামান এবং এই মিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ডা. রথীন দত্তের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর বিদেহি আত্মার সদগতি কামনা করেছেন। পাশাপাশি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর আন্তরিক সমবেদনাও জ্ঞাপন করেছেন তাঁরা।

আগরতলার জনৈক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বিমল রায়চৌধুরী প্রয়াত ডা. রথীন দত্তকে চিকিৎসকের তুলনায় ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে অধিক জনপ্রিয় ছিলেন বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, প্রয়াত ডা. দত্ত ভীষণ ক্রীড়াপ্রেমী ছিলেন। ১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচ দেখার জন্য তিনি গাড়ি বিক্রি করে টিকিট কিনেছিলেন। ত্রিপুরায় থাকাকালীন তিনি ক্রীড়াজগতের সাথে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিমলবাবু জানান, প্রয়াত ডা. দত্ত ত্রিপুরা স্পোর্টস মেডিসিনের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের সাথে তাঁর আত্মার সম্পর্ক ছিল। ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরাও তাঁকে ভীষণ আপন করে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রয়াণে ক্রীড়াজগত এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারিয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

এদিকে ডা. রথীন দত্তের প্রয়াণে আক্ষরিক অর্থে একজন অভিভাবক হারালেন বলে শোক ব্যক্ত করেছেন প্রয়াতের অন্যতম সহযোদ্ধা ডা. সুরজিৎ দাস। আজ তিনি কর্মজীবনে প্রয়াত প্রথিতযশা চিকিৎসকের সঙ্গে কাজ করার নানা অভিজ্ঞতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১১১▫ ২৯ জানুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ১৪ মাঘ ▫ বুধবার ▫১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সর্বনাশা খেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিশ্ববিদ্যালয় না সার্কাস ইউনিট এই প্রশ্নই দেখা দিয়াছে। উচ্চস্তরীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান সমাজকে দেশকে পথ দেখাইবে, যে প্রতিষ্ঠানের দেশের কৃতি সন্তনরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একের পর এক কেলোর কীর্তি ঘটিতে থাকে তাহা হইলে লজ্জার আর সীমা পরিসীমা নাই। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিতেছে একের পর এক অরাজক অবস্থা। লক্ষ্য করিবার বিষয় সংবাদ মাধ্যমে একের পর এক কেলেংকারী খবর প্রকাশ হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ কর্তৃপক্ষ একেবারে সুখ নিদ্রায় কাটাইতেছেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের একের পর এক উপাচার্য আসিয়াছেন কিন্তু, প্রায় সকলকেই কলংকের কালিমা নিয়া বিদায় নিতে হইয়াছে। উপচার্য্য অঞ্জন ঘোষের দুর্নীতির তদন্তও এখনও হিমঘরে। অথচ ত্রিপুরা বিধানসভায় অঞ্জন দত্তের দূর্নীতির তদন্তের দাবীতে বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্মান জানায়নি। অঞ্জন বিদায় ও উপাচার্য্য পদে আসেন ভি এল থারুরকর। তাঁহার বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে। সেখানেও তদন্ত নাই। শ্রীধারুরকর অবশ্য কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে অভিযোগ করিয়াছেন যে, বন্দুকের নলের মুখে তাঁহার পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। তখনও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছিল নীরব নিশ্চল। ধারুরকরের ইস্তফার পর উপাচার্য্যের দায়িত্ব বর্তাইয়াছিল অধ্যাপদ সংগ্রাম সিনহার উপর। দুর্নীতিবাজদের চাপে পড়ে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। কুচক্রীদের দাপটের কারণে সংগ্রাম সিনহা অধ্যাপকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি নেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠন একেবারে লাটে উঠিয়াছে। শিক্ষার সর্বনাশ হইয়া যাইবার পর কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক হাত পা গুটাইয়া আছে, ভাবিতে অবাক লাগে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইলেও রাজ্য সরকারের কোনও দায়দায়িত্ব নাই এমন বলা যাইবে না। রাজ্য সরকারের পুলিশ কি দুর্নীতিবাজ ও কুচক্রীদের সাবুদ করিতে পারে না? বিদায়ী উপাচার্য্য ধারুরকরের সাংঘাতিক অভিযোগের পর পুলিশ, কেন্দ্রীয় সরকার সব নীরবে হজম করিল? ধারুরকরকে বন্দুকের মুখে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করাইবার অভিযোগের পরও তাহার তদন্ত হইবে না? গুরুতর অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে না। দোষিদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা না করিবার কারণে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অরাজক অবস্থা কায়েম হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিয়াছে এই অরাজক অবস্থা হইতে কি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তি ঘটিবে না? যদি এখনই কুচক্রী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না যায় তাহা হইলে একদিন পরিস্থিতি একেবারে আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইবে। তখন আর এটি নামেই বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে আসলে সেখানে গড়িয়া উঠিবে মাফিয়া গুন্ডারাজ। এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয় মাফিয়া গুন্ডাদের কবলেই চলিয়া গিয়াছে। ফলে পরিস্থিতি যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। এই ভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চলিতে পারে না। আর কাল বিলম্ব না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটাইতে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের এক বিশেষজ্ঞ দলকে এখানে পাঠানো উচিত। পরিস্থিতি এমনই যে, চরম সর্বনাশ হইয়া যাইতেছে। ত্রিপুরার উচ্চ শিক্ষার যদি এই অচলাবস্থা চলিতে থাকে তাহা হইলে রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষার কি হাল হইবে? ত্রিপুরার দুর্ভাগ্য এইখানেই যে, শিক্ষায়ও শান্তি নাই। যদিও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুচক্রী ও দুর্নীতিবাজদের হাত শক্ত হইতে থাকে তাহা হইলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই অবস্থায়, রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মানুষ মাত্রেই প্রতিবাদে আগাইয়া আসা উচিত। শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন কাহাকে বলে? ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে আজ শিক্ষাবিদ ছাত্র সকলকে একযোগে আন্দোলনমুখী হওয়া দরকার। আন্দোলনের আঁচ দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইবে। রাজ্যের এত এত শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগীরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চূড়ান্ত অবক্ষয় মুখ বুজিয়া মানিয়া নিবেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সমগ্র অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মীরা কি এই কুচক্রী দুর্নীতিবাজদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সম্মান গরিমা ঐতিহ্য বিলাইয়া দিবেন? এই প্রশ্ন উঠিয়াছে অনেক বিলম্বেই। কারণ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অচলাবস্থা তো আজকের নহে। দীর্ঘদিন ধরিয়াই তাহা কায়েম হইয়াছে। তাহা আর চলিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অচলাবস্থা সম্পর্কে রাজ্যপালও কিভাবে নিদ্রাভিভূত আছেন সেই প্রশ্নও আজ উঠিয়াছে। রাজ্যপালকে জাগিয়া উঠিতে হইবে। অন্তত এক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রাখিলে এবং কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠাইলে হয়তো কোনও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে। এইভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে জাহান্নামে পাঠাইবার চেষ্টাকে কোনও শিক্ষানুরাগী মানুষ মানিয়া নিতে পারে না।

সমাবর্তনে থাকছেন না রাজ্যপাল পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য

কলকাতা,২৮ জানুয়ারি (হি.স.):যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভের মুখে পরেন রাজ্যপাল তথা আচার্য জগদীপ ধনকর ঊ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভের জেরে বাধ্য হয়ে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যান রাজ্যপাল ঊ অবশেষে পড়ুয়াদের থামাতে মাইক হাতে শান্ত হওয়ার অনুরোধ জানান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যঊ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেন বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে ।

মাইক হাতে তিনি ঘোষণা করেন, নোবেলজয়ীকে ডি. লিট দিতে চাই ঊ নোবেলজয়ীকে বক্তৃতা দিতে দিন ঊ মঞ্চে আসছেন না রাজ্যপাল ঊ নিয়মমাফিক শোভাযাত্রায় রাজ্যপাল নয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য দুঃখিত।এরপর কিছুটা শান্ত হয় পড়ুয়ারাঊ রাজ্যপাল তথা আচার্যকে ছাড়াই শুরু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান ঊ অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়কে ডি. লিট সম্মান দেন উপাচার্য ।

এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। গতকাল পর্যন্ত তিনি আসবেন বলেই জানা গেছিল। কিন্তু, আজ সকাল থেকেই কানঘুষো শোনা যাচ্ছিল অনুষ্ঠানে আসবেন না মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী কেউই। আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতি রাজ্যপাল তথা আচার্য জগদীপ ধনকর। দুপুর ১ টা থেকে শুরু হয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। ১২.৪৫ নাগাদ নজরুল মঞ্চে এসে উপস্থিত হন আচার্য জগদীপ ধনকর । কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এসেও তিনি বিক্ষোভের সম্মুখীন হন । তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে । রাজ্যপাল নজরুল মঞ্চে ঢুকতে গেলেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে উঠল গো ব্যাক স্লোগান ।

এরপর বাধ্য হয়ে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যান রাজ্যপাল ঊ পরে রাজ্যপালের টুইট নোবেলজয়ীকে ডি. লিট দেওয়ার প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও সমস্যার সৃষ্টি না হয়, সেই জন্যই তিনি বেরিয়ে যান তিনি ।

করোনা-আতঙ্ক এবার দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাস-আতঙ্ক এবার ছড়িয়ে পড়ল রাজধানী দিল্লিতেওঊ করোনাভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গ নিয়ে দিল্লির ড় রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন ৩ জন রোগীঊ ওই ৩ জন রোগীকে চিকিতার জন্য ড় রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছেঊ

মঙ্গলবার ড় রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ড় মীনাক্ষী ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, করোনাভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন ৩ জন রোগীঊ সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য এবং রোগীদের সুচিকিতার জন্য আইশোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছেঊ মেডিক্যাল সুপার আরও জানিয়েছেন, ওই ৩ জন রোগীর বয়স ২৪ থেকে ৪৮ বছরের মধ্যেঊ সোমবার তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, প্রত্যেকের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

সাধারণতন্ত্রের সত্তর বছর পূর্তিতেও সংকটে ভারত

গৌতম রায়

‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’---প্রবাহমান ভারতবর্ষর এই চিরন্তন ভাবাদর্শের উপর ভিত্তি করে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধারাবাহিক সংগ্রাম, লড়াই, আত্মত্যাগ, শহিদের রক্তের বিনিময়ে, বহু আলাপ আলোচনার পর যে সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি গৃহীত হয়, সেই সংবিধানে সর্বপ্রথম এই ‘মানুষ সত্য’র জয়গান গাওয়া হয়েছে। ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭০ বছর পূর্তির সময়কালে, সেই মানুষের জয়গানের আবর্ত আজ এক ভয়াবহ সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

মানুষকে, মনুষ্যত্বকে অপমান করে, অমর্যাদা করে, ভারতবর্ষের সংবিধানের আত্মগত যে নির্যাস সেখানে বহুত্ববাদী ভারতের চিরন্তন চিন্তা চেতনা, সমন্বয়বাদী ভারতের প্রবাহমান ধারার একটি সম্মিলিত স্রোত, স্বাধীন-সার্বভৌম ভারতবর্ষকে এক নয়া দিগন্তেরদিকে উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে দিগন্ত বিস্তারের সংকল্পে ব্রতী হয়েছিল, সেই গোটা পর্যায়ক্রম আজ এক ভয়াবহ সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বহু ভাষা, বহু মত, তার যে সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে যে সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে, চিরন্তন ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় সভ্যতা, সংস্কৃতি, আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ধারণার উফর ভিত্তি করে সংবিধান রচিত হয়েছিল, সেই সংবিদানের মূল্যবোধ অনুযায়ী স্বাধীন ভারতবর্ষকে পরিচালিত করার যে লক্ষ্য স্থির হয়েছিল, সেই সবকিছুই আজ এক ভয়াবহ সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

কবি বিবিধের মাঝে মিলন মহানের জয়গান গেয়েছিলেন। আজ ভারতবর্ষে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাঁরা আসীন, সেই রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী শিবির, মিলনের জয়গানকে একটা একমাত্রিক, সংকীর্ণ , কৌণিক বিন্দুতে উপস্থাপিত করে, তার গায়ে ‘সংস্কৃতি’র তকমা এঁটে, গোটা ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের প্রবাহিত সংস্কৃতির ধারা উপধারাকে রুদ্ধ করে, এক খণ্ড, ক্ষুদ্র, কংকীর্ণ, বিভাজনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির উপরে ভারত আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্র লিপ্ত রয়েছে।

ভাষাগত বৈচিত্র্য, সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য, পোশাক বৈচিত্র্য, খাদ্যাভ্যাস গত বৈচিত্র্য সহ সার্বিক ধারণা, যে বহুত্ববাদী ধারায় নানা স্রোতের চাপনান উত্তোরের ভেতর দিয়ে ভারতাত্মা একদিন একটা পূর্ণতার পথে হাঁটবার সংকল্পের হেঁটেছিল ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের ভেতর দিয়ে, সেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে আজ ভারতবর্ষে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক শক্তি বিজেপি এবং তাদের মূল মস্তিষ্ক আরএসএস ভেঙে তছনছ করে দেওয়ার লক্ষ্যে দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠেছে।

এক দেশ, এক রাষ্ট্র, এক ভাষা, এক ধর্মের ভেতর দিয়ে প্রবহমান ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক বিধি বিধান একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যে পণিত করতে আজ ভারতবর্ষর শাসক দল গোটা রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগাতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষে আজ সার্বিক গণতন্ত্রে পরিকাঠামোর ভয়াবহ সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রের শাসক দল, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে ন্যূনতম কথা বললেই, গোটা রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বাত্মকভাবে কাজে লাগিয়ে প্রতিবাদের টুঁটি টিপে ধরার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে।

মানুষের মত প্রকাশের অধিকার, কার্যত ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৭০ বছর পূর্তির এই মুহূর্তে প্রায় স্তব্ধ। রাষ্ট্রশক্তির স্বৈরাচারী, ফ্যাসীবাদী, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সামান্যতম প্রতিবাদে যে মানুষটি পথে নামছেন, কলম ধরছেন, গান গাইছেন,ছবি আঁকছেন, কবিতা লিখছেন, চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন, কিংবা সামাজিক গণমাধ্যমে কোনও শব্দ উচ্চারণ করছেন, তাঁর গায়ে গেদে দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিদার দগদগে উলকি। রাষ্ট্রশক্তি ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী চেতনাকে ধ্বংস করে, ভারতবর্ষে প্রবহমান আধ্যাত্মিক ভাবধারায় যে বহুত্ববাদী দর্শন, সমন্বয়ী চিন্তা চেতনার সংমিশ্রণ রয়েছে, তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, আরএসএসের রাজনৈতিক দর্শন, যাকে তারা ‘সামাদিক’ বলে চাপিয়ে দেওয়ার একটি ছদ্মবেশ ধরে থাকে, সেই রাজনৈতিক অভিধারায় অভিষিক্ত হিন্দুত্বকে ভারতবর্ষের মূল ধারার প্রচলিত সার্বিক পথ হিসেবে একদম গায়ের জোরে দেগে দেওয়া হচ্ছে।

প্রবাহমান কাল দরে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে শক, হুন, পাঠান, মোগল এক দেহে ভারতবর্ষে শামিল হয়েছে, সেই সমন্বয়ের সংস্কৃতির সার্বিক ধারাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে, রাজনৈতিক হিন্দু ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত নাগরিককে কার্যত রাষ্ট্রহীন করে দেওয়ার এক গভীর, নোংরা, ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শাসকরা গোটা রাষ্ট্রন্ত্রকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষের মানুষের আজ প্রতিবাদের ন্যূনতম অধিকারটুকু কেড়ে নেওযার ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলছে। প্রতিবাদে যদি মানুষ সংকল্প রাখেন, তাহলে তাঁর গায়ে ‘শহুরে নকশাল’ থেকে ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’ ইত্যাদি তকমা দিয়ে গোটা দেশজুড়ে অঘোষিত জরুরি অবস্থার কালো ছায়া নামিয়ে আনা হয়েছে।

ভারতবর্ষের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী, বহুত্ববাদী দর্শনে বিশ্বাসী নাগরিকদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র আদাজল খেয়ে নেমেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার্থীরা যখন প্রতিবাদে মুখর হচ্ছে, প্রতিরোধের সংকল্প দৃঢ় হচ্ছে, কেন্দ্রে শাসক দল তাদের তল্পিবাহক গুণ্ডাবাহিনীকে দিয়ে ভয়াবহ নগ্ন আক্রমণ নামিয়ে আনছে। দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদ্যার্থীদের প্রতিবাদ প্রতিরোধর মধ্যে দিয়ে যে প্রবাহমান ভারতবর্ষকে রক্ষা করার সংকল্প উচ্চারিত হচ্ছে, সেই প্রতিবাদ প্রতিরোধের আগুনকে নেভানোর উদ্দেশ্য নিয়ে, গোটা রাষ্ট্র যন্ত্রে সাহায্যে এক ধরনের দস্যুবৃত্তি করে চলেছে কেন্দ্রে শাসক বিজেপি এবং তাদের মূল মস্তিষ্ক আরএসএসও তার সাঙ্গপাঙ্গেরা।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে সত্তর বছর পূর্তির এই মুহূর্তে গত পাঁচ বছর ধরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মঘাতী অর্থনীতির দৌলতে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিস্থিতি এক ভয়াবহ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। বেকারি ভারতবর্ষে আজ এক লাগামহীন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত বেকারদেররচম দুরবস্থা ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবেশ পরিস্থিতিকে গভীর সংশয়ের মধ্যে ফেলেছে। এই সঙ্গে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার অনুসৃত উদভ্রআন্ত আর্থিক নীতির ভেতর দিয়ে, দেশের মানুষদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে একটা গুরুতর সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়ার গভীর চক্রান্ত।

কালো টাকা উদ্ধারের নাম করে মোদি প্রশাসন তাঁদের প্রথম দফার শাসনকালে ‘নোটবন্দি’র যে একটি অদ্ভুতুড়ে পর্যায়ক্রম ভারতবর্ষের উফরে চাপিয়ে দিয়েছিল, তার ফলে শুধু ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ নয়, ভারতেরগোটা আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোটি ভয়াবহ সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিজেপির বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার তাগিদ থেকে অর্থনৈতিক পযায়ে একমাত্রিক ধারা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে, অভিন্ন কর বব্যস্থার তাগিদে জিএসটি চালু করেছে, তার ফলে গোটা দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং প্রান্তিক শিল্প কৃষিক্ষেত্রে ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়েছে। বৃহৎ শিল্পের মালিকরা এই ব্যবস্থার দ্বারা লাভবান হলেও, আদানি, আম্বানির মতো বিজেপি ঘনিষ্ঠ কিছু শিল্পপতি ব্যতীত গোটা ভারতবর্ষের মাঝারি ও ক্ষুদ্র যে সমস্ত শিল্প আছে এবং শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত লাখো, লাখো শ্রমিক আছেন, কৃষিক্ষেত্র আছে, কৃষির সঙ্গে জড়িত লাখো লাখো কৃষি শ্রমিক আছেন, তাঁরা এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছেন। এই সংকট শুধুমাত্র যে অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকেই ধ্বংস করেছে, তা নয়, দেশে একটা ভয়াবহ খাদ্য সংকটের আবর্তেরও সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে উপর অতীতে নানা ধরনের আক্রমণ এসেছে। জরুরি অবস্থার করালগ্রাস আমরা অতিক্রম করেছি। বাক্ স্বাধীনতা থেকে মানবাধিকার কীভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে জরুরি অবস্থার কালে, তার স্মৃতি এখনও ওই সময়ের মানুষের মন থেকে মুখে যায়নি বা তার চর্চা পরিবর্তী প্রজন্মের কাথ থেকে মুছে যায়নি, কিন্তু ধর্মের নামে, ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার নামে, মানুষে মানুষে বিভাজনের যে গভীর, নগ্ন, পৈশাচিক ষড়যন্ত্র গোটা রাষ্ট্রয়ন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রে শাসক বিজেপি এবং তাদেরমূল মস্তিষ্ক আরএসএস করে চলেছে, তেমন পরিস্থিতি সার্বিকভাবে গোটা ভারতবর্ষে স্বাধীনতার এতকাল পর বা প্রজাতন্ত্রে ৭০ বছরের আগে কখনও আসেনি।

আগে কখনও আসেনি।

দেশের অর্থনীতির কার্যত গঙ্গাযাত্রা ঘাটিয়ে, শিল্প পরিকাঠামো থেকে কৃষি, স্বাস্থ্য, সমাজ সংস্কৃতির সার্বিক আঙ্গিককে এটা ভয়াবহ বিদ্বেষ বিভাজনকে রাজনীতির মূলধারা হিসেবে উপস্থাপিত করে, মানুষের খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, পোশাক, ধর্মীয় রীতিনীতি---সবকিছুকে একটা একমাত্রিক আঙ্গিকে দেগে দিয়ে, গোটা দেশের সামগ্রিক পরিকাঠামোকে ফ্যাসিবাদী প্রবণতার দিকে সর্বশক্তি দিয়ে বইয়ে দেবার এই যে প্রবণতা বর্তমানে চলেছে, এমন অবস্থা কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে আগে কখনও আসেনি।

ব্রিটিশ শাসনকালে ব্রিটিশ যেভাবে ভারতবর্ষের মানুষকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকভাবে শোষণ করার উদ্দেশ্যে, শাসনের মানদণ্ডগুটিকে ধর্মীয় বিভাজন, সামাজিক বিভাজন, জাপতাপ ভিত্তিক বিভাজনের উপর দাঁড় করিয়েছিল, ভারতবর্ষের বর্তমান শাসকের ঠিক একইভাবে, একই আঙ্গিকে, গোটা ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক প্রশাসনকি ও অর্থনৈতিক সমস্ত দিক পরিচালিত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র লিপ্ত রয়েছে।

এই ষড়যন্ত্রকে ফলপ্রসূ করার জন্য ভারতবর্ষের শাসক দল প্রতিবেশী দেশগুলির অভ্যন্তরীণ সংকটকে পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইছে। বাংলাদেশের সেদেশের মৌলবাদী শক্তি, মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে যে অর্জিত চেতনা তাকে ধ্বংস করার জন্য যে ধরনের নোংসা ষড়যন্ত্র সে দেশে করেছে, সেই ষড়যন্ত্র যাতে আরও গভীর হয়ে উঠতে পারে, সেই লক্ষ্যে ভারতবর্ষের শাসক কিন্তু নিজেদের যাবতীয় রাজনৈতিক অভিপ্রায়কে পরিচালিত করছে। এনআরসি, সিএএ, এনপিআর ইত্যাদি জনবিরোধী নীতির ভেতর দিয়ে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মূল ধারার নাগরিকদের রাষ্ট্রহীন করার ষড়যন্ত্রই ভারতের শাক দল করছে, তা নয়, প্রতিবেশী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংকটকে একটা ঘোরালো জায়গার উপর দাঁড় করিয়ে সে দেশের সার্বিক ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র পুষ্ট করেছে।

গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু মৌলবাদের ভেতর একটা সার্বিক ঐক্য তৈরি করে, ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত প্রতিটি দেশেই গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সম্প্রীতির চেতনাকে সমূলে উৎপাটনের লক্ষ্যে একটা এক গভীর আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলছে। সেই তক্রান্তের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে ভারতবর্ষের প্রধান শাসক দল বিজেপিও তাদের মূল মস্তিষ্ক আরএসএস এবং তাদের বিভিন্ন রকমের সঙ্গী সাথীরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ডাকঘরের আকর্ষণ সুদের হার, নিরাপত্তা

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

বেশ কিছুদিন আগেও শহুরে লোকের কাছে ডাকঘর বা পোস্টঅফিস মানেই ছিল পোস্টকার্ড, খাম, ডাকটিকিটি, তার বেশি কিছু নয়। বেকার যুবকদের কাছে পোস্টাল অর্ডার কেনার জায়গা। বিত্তবান মধ্যবিত্তের কাছে কিষাণ বিকাশ, এনএসসি’র (ন্যাশলাল সেভিংস সার্টিফিকেট) প্রাপ্তিস্থান। আর গ্রামীণ মানুষের ভরসা ছিল ডাকঘরেই -সঞ্চয় থেকে জীবন বিমান, আর যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেবেও। টরে টক্কা—টেলিগ্রাম থেকে খাম, ইনল্যান্ড লেটার—সবকিছু জন্য। সত্যি কথা বলতে কি শহুরে মানুষ ডাকঘরকে অনেকটা ‘রাস্টিক’ বা গেঁয়ো সংস্থা হিসাবে ভাবতেন। ভারতীয় ডাক বিভাগ নয় নয় করে ২৯২ বছর পেরিয়ে এখন কিন্তু অনেকটাই স্মার্ট। কম্পিউটার থেকে ডেবিট কার্ড, স্পিড পোস্ট, অনলাইন ব্যবস্থা—সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে ব্যাঙ্কের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৭২৭ সালে প্রথম ডাকঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই কলকাতাতেই। আর এখন সারা দেশে ডাকঘরের সংখ্যা ১,৫৫, ৫৩১, যা কিনা সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পোস্টাল নেট-ওয়ার্ক। আর ডাকঘরের ১০.২৬ শতাংশ শহরাঞ্চলে, গ্রামীণ ডাকঘরের সংখ্যা ১,৩৯,৮৫২টি (৩১/৩/২০১৮ পর্যন্ত) শতাংশে ৮৯.৯৪। ভারতীয় ডাকের ২০১৮-১৯-এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে গড়ে ৮৭৭০ জন ডাক পরিষেবা নিয়ে থাকেন। আর শহর গ্রামাঞ্চলে ডাকঘরের পরিষেবা নেন যথক্রমে ২৯,৪৫৯ ও ৬,৪৫৫ জন। গত কয়েক বছর ধরে সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে ডাকঘরে কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন (সিবিএস) চালুর উদ্যোগ শুরু জোরকদমে। আর সম্প্রতি ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা চালু হয়েছে ব্যাঙ্ক পরিষেবা বা দেশের সর্বত্র পৌঁছে দিতে। এত উদ্যোগ নিলেও ডাকঘর এখনও কিন্তু সেই অর্থে লগ্নির সেরা স্থান হয়ে উঠতে পারেনি সাধারণের কাছে। ডাকঘরের চেয়ে ব্যাঙ্ক দ্রুত পরিষেবা মিলবে—এরকম ধারণা ডাকঘরকে কিছুটা ব্যাকফুটে নিয়ে গেছে। এছাড়া ডাকঘরের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প নিয়ে সেরকম প্রচারে নেই। এজন্য ডাকঘরের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প নিয়ে সেরকম প্রচার নেই। এজন্য সঞ্চয় প্রকল্পগুলি অনেকের জানা না থাকার জন্য ডাকঘরমুখী হন না। আমাদের আজকের আলোচনা ডাকঘরের কয়েকটি সঞ্চয় প্রকল্প, বিশেষ করে বর্তমানে যে হারে (আগামী মার্চ পর্যন্ত নিশ্চিত) সুদ দেওয়া হচ্ছে তা ব্যাঙ্কের থেকে কতটা আকর্ষণীয় সে বিষয়ে। (বর্তমানে ডাক-কর্তৃপক্ষের তরফে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানুয়ারি, এপ্রিল,জুলাই অক্টোবর নয়া সুদের হার ঘোষণা করে থাকে)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট সহ বিভিন্ন নির্দেশিকা অনুসারেই আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বিভিন্ন মেয়াদি আমানদের সুদ অনেকাংশে নির্ভর করে। কয়েকটি বেসরাকারি ব্যাঙ্ক ও স্মল পাইনান্স ব্যাঙ্ক ছাড়া এসবিআই বা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বিভিন্ন মেয়াদি আমানতে যে হারে সুদ দেয় অন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কমবেশি প্রায় সেই হারেই সুদ দিয়ে থাকে এজন্য আজকের আলোচনায় এসবিআই বর্তমানে বিভিন্ন মেয়াদি আমানতে যে সুদ দিয়ে থাকে সেই প্রেক্ষিতে ডাকঘরের বিভিন্ন প্রকল্প বা মেয়াদি আমানতের তুলনামূলক আলোচনা।

১) সেভিংস অ্যাকাউন্ট - মাত্র ২০ টাকায় ডাকঘরে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোল যায়। জমার কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। আর্থিক বছরে সুদের ওপরে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড়ের সুবিধা রয়েছে। এই অ্যাকাউন্টে ডাকঘর বছরে দেয় ৪ শতাংশ সুদ। অন্যদিকে, এসবিআই-এ সুদের হার ৩.২৫ শতাংশ (এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত), আর জমার পরিমাণ এক লক্ষ টাকার কম হলে সুদেরহার ৩ শতাংশ। (গত ১ নভেম্বর থেকে এসবিআই-এর এই হার) সুদের হার ছাড়া অন্যান্য সুবিধা ব্যাঙ্ক, ডাকঘরে মোটামুটি একই।

২) পোস্ট অফিস টাইম ডিপোজিট (ডিটি) এসবিআই-এর ৭দিন থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদি আমানতে লগ্নি করার সুবিধা রয়েছে যাকে আমরা সাধারণত এফডি বা ফিক্সড ডিপোজিট বলে থাকি। এ বছরের ১০ জানুয়ারি থেকে যে সুদের হার চালু রয়েছে তা হল এরকম---সর্বনিম্ন ৪.৫০ শতাংশ—৭ দিন থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত আর সর্বোচ্চ ৬.১০ শতাংশ—১ বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত (বিভিন্ন মেয়াদে)। এই হার দু’কোটির কম টাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অন্যদিকে ডাকঘরে এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত মেয়াদি আমানতে (টিডি) সুদের হার ৬.৯ শতাংশ, চার বছর মেয়াদি আমানতের ক্ষেত্রে সূদের হার ৭.৭ শতাংশ। ব্যাঙ্কের সুদের যে হার উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা সাধারণের জন্য। বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি হলেই প্রবীণ হিসাবে আরও ০.৫ শতাংশ বাড়তি সুদ মেলে সব মেয়াদি আমানতের ওপরই। ডাকঘরের ক্ষেত্রে প্রবীণদেরজন্য বাড়তি কোনও সূদ মেলে না। বাড়তি সুদ প্রবীণদেরজন্য না মিললেও ডাকঘরের বিভিন্ন মেয়াদি আমানতে সুদের হার তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির চেয়ে হাল আমলে অনেকটা বেশি। এছাড়াও ৫ বছর মেয়াদি আমানতের ক্ষেত্রে আয়করে ৮০ সি’র ধারার সুবিধা পাওয়া যায়। এছাড়া, সব আমানতের সুদের ওপর ৫০ হাজার টাকার আয়করে ছাড়।

৩) রেকারিং ডিপোজিট- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিভিন্ন মেয়াদে রেকারিং ডিপোজিটের বর্তমান সুদের বার্ষিক হার ৬.৮০ শতাংশ (এক বছর) থেকে ৬.৫ শতাংশের (৫ বছর) মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। অন্যদিকে, ডাকঘরের ন্যাশনাল সেভিংস রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট (আরডি) বর্তমান সুদেরহার ৭.২ শতাংশ (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ জমা হয়) পাঁচ বছরের মেয়াদি এই রেকারিং ডিপোজিট মেয়াদ শেষে আরও ৫ বছর বাড়ানো যায়।

৪) এমআইএস বা ন্যাশনাল সেবিংস মান্থিল ইনকাম অ্যাকাউন্ট- ডাঘরের জনপ্রিয় সঞ্চয় প্রকল্পের অন্যতম হল এই এমআইএস সঞ্চয় প্রকল্প। দেড় হাজারের গুণিতকে এই প্রকল্পে সর্বোচ্চ সাড়ে চাল লক্ষ টাকা (এককভাবে), যৌথ অ্যাকাউন্টেট সর্বোচ্চ ৯ লক্ষ টাকা। বাড়তি সুদের হারের বাজারে এমএসআই-এ সুদেরহার ৭.৬ শতাংশ (বার্ষিক)। মাসে মাসে অর্জিত সুদ ইচ্ছে করলে রেকারিং ডিপোজিটে অ্যাকাউন্টে বিনিয়োগ করাও যায়। ৫ বছর মেয়াদি এই স্কিম থেকে অর্জিত সুদে কিন্তু আয়কর ছাড় নেই।

৫) এনএসসি/কিষাণ বিকাশ পত্র- এনএসসি/ কিষাণ বিকাশ পত্রের কথা মনে হলেই আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে ডাকঘরের কথা, যদিও এখন বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক এনএসসি/ কিষাণ বিকাশ পত্র ইস্যু করছে। হস্তান্তরযোগ্য কিষাণ বিকাশ পত্রে সুদের হার ৭.৬ বার্ষিক ভিত্তিকে সুদের হিসেবে হয়ে থাকে। ৯ বছর ৪ মাসে মূল টাকা দ্বিগুণ হয়। আয়করের সুবিধা নেই।

৬) সিনিয়র সিটিজেনস সেভিংস স্কিম - বর্তমানে প্রবীণদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এসসিএসএস। ডাকঘর ছাড়াও এখন নির্দিষ্ট কিছু ব্যাঙ্কে এই প্রকল্পে টাকা রাখা যায় (সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা এককভাবে) সুদের হার ৮.৬ শতাংশ। সুদ দেওয়া হয় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে। ৮০ সি ধারায় আয়করে ছাড়ের সুবিধা রয়েছে।

৭) পিপিএফ/ সুকনা সমৃদ্ধি যোজনা- এই দুটো প্রকল্পে ডাকঘরে যেমন বিনিয়োগ করা যায় ব্যাঙ্কেও। পিপিএফে সুদের হার ৭.৪ শতাংশ, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় বার্ষিক সুদের হার ৭.৪ শতাংশ।

ডাকঘরের সঙ্গে ব্যাঙ্কেও এসব প্রকল্পের সুবিধার কোনও তফাৎ নেই। এজন্য আমরা এসব প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না, এসব প্রকল্পে সুদের হার বেশ আকর্ষণীয় কিন্তু।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত যাত্রা উৎসবের মঞ্চে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দরা। ছবি- নিজস্ব।

করোনা ভাইরাস: চীনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া পর্যন্ত ঢাকাকে অপো করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ২৮।। করোনাভাইরাসের কারণে চীনের উহান প্রদেশে আটকাপড়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের যারা দেশে ফেরত আসতে চায় তাদের বিষয়ে সরকার প্রস্তুত রয়েছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, এ ভাইরাসের আক্রমনে চীনে চলমান ১৪ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষেই তাদের ফেরত আনা হবে। রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদেও মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনতে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, তবে চীনের সরকার অনুমতি না দিলে আমরা তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারব না। তিনি বলেন, সরকার সতর্ক রয়েছে তবে, আতঙ্কিত নয়। 'আমরা কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাই না।'
সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীনে থাকা বাংলাদেশিদের মধ্যে যারা দেশে ফিরতে ইচ্ছুক, তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে চীনা সরকার ১৪ দিনের আগে কাউকে সে দেশ থেকে আসতে দেবে না, বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, সরকার সকল ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে এবং একটি সি-১৩০ ফাইটের ব্যবস্থা করে রেখেছে। তবে, ভাইরাসটি শনাক্ত করার পদপে হিসেবে আগামী ১৪ দিনের মধ্যে চীনা সরকার কাউকে সে দেশ ত্যাগ করতে দেবে না। আগামী ১৪ দিন পরে তাদেরকে ফেরত আনতে হবে। আবদুল মোমেন বলেন, চীন ১৪ দিনের মধ্যে সে দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং শ্রীলঙ্কাসহ কোনো দেশের লোকদের ওই এলাকা ছাড়তে দেবে না। এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমরা এ বিষয়টি মন্ত্রিসভায় আলোচনা করেছি এবং সেদেশ থেকে যারা বাংলাদেশে ফেরত আসতে চায় তাদের আনতে বিমান প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ রাখছে এবং তাদের মধ্যে দলীয় যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলছে। এদিকে, ভাইরাস আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার পর বেইজিংয়ে বাংলাদেশ দূতাবাস বাংলাদেশিদের জন্য একটি হটলাইন (৮৬-১৭৮০১১১৬০০৫) চালু করেছে। ঢাকার বিদেশ মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ বাংলাদেশি চীনের উহান প্রদেশে থাকে। এখন পর্যন্ত বেইজিংয়ের বাংলাদেশ দূতাবাস ২৪৫ জনকে নিয়ে একটি ইমেইল গ্রুপে যোগ করেছে। চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহানে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটার পর থেকেই উহান শহর এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি শহরে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে দেশটি। করোনাভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক মঙ্গলবার বলেছেন, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের বিষয়ে আমরা একটি আন্তমন্ত্রণালয় সভা করেছি। এ ভাইরাস আমাদের দেশে যেন না আসতে পারে সেজন্য আমরা কাজ করছি। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে কেউ যদি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয় সে বিষয়ে সরকারের পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে এবং সেটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।

বিএসএফ'র আপত্তিতে তৃতীয় দফায় আখাউড়া ইমিগ্রেশন ভবনের নির্মাণ কাজ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ২৮।।বিএসএফের আপত্তি কারণে তৃতীয় বারের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়া আখাউড়া আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের নতুন ইমিগ্রেশন ভবনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। ভবনের নকশা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে গত মাসে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)কে চিঠি দিয়েছে বিএসএফ। এরপরই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি। আখাউড়া ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে প্রতিদিন হাজারো যাত্রী যাতায়াত করেন। সেই তুলনায় পুরনো ইমিগ্রেশন ভবনটি ছোট ও অবকাঠামোর অবস্থা নাজুক। প্রায়ই সংস্কার করে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। এজন্যই আধুনিক ইমিগ্রেশন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপ। ২০১৬ সালে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্রের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ।ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মের্সাস বিজনেস সিন্ডিকেট ইন্টারন্যাশনাল ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করে।
ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক গিয়াস উদ্দিন জানান, ভবন নির্মাণের সব সামগ্রী আনার পর বিএসএফের আপত্তির কারণে ২০১৭ সালের মার্চ থেকে কাজ বন্ধ রয়েছে। এর আগেও তাদের জন্য একবার নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়। প্রায় তিন বছরের বেশি সময় থাকার পর জেলা পুলিশের বিশেষ শাখার তত্ত্বাবধানে গত বছরের সেপ্টেম্বরে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পাইলিংয়ের কাজ চলার মধ্যেই নকশা নিয়ে ফের আপত্তি তোলে বিএসএফ। বিজিবিকে দেওয়া চিঠিতে বিএসএফ জানায়, ৩৫ ফুটের বেশি উচ্চতার ভবন করা যাবে না। ফলে গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে তৃতীয় দফাল কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এরই মধ্যে এই কাজের পেছনে দেড় কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।
তিনি বলেন, ২০১৪ সালের দরে ২০১৬ সালের দরপত্রে কাজটি আমরা পেয়েছি।
২০২০ সালে ২০১৪ সালের দরে আমাদের কাজটি করতে হচ্ছে। শ্রমিক খরচসহ নির্মাণের বিভিন্ন সামগ্রীর দাম বেড়েছে। কাজটি করতে গিয়ে আমাদের লোকসান গুনতে হচ্ছে। আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার রেইনা জানান, নির্মিতব্য নতুন ইমিগ্রেশন ভবনটি ৬ তলা ফাউন্ডেশন আছে। কিন্তু ভারতের সীমান্তরীদের প থেকে বাধা আসছে।
তারা ৩৫ ফুট উচ্চতা ছাড়া এখানে বহুতল ভবন নির্মাণের আপত্তি জানিয়েছে। েসেত্র সীমান্ত আইনের বিষয়টি বিজিবিকে জানিয়েছে বিএসএফ। ৩৫ ফুট উচ্চতা হলে ইমিগ্রেশন ভবনের তৃতীয় তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা সম্ভব হবে। বিষয়টি সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন জানান, বিএসএফের প থেকে ভবনের উচ্চতা নিয়ে আপত্তি আসে। ৩৫ ফুট উচ্চতার বেশি সীমান্ত অঞ্চলে বহুতল ভবন নির্মাণ করা যাবে না বলে বিজিবির মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। আমরা বিষয়টি পুলিশের হেড কোয়ার্টারে জানিয়েছি। সেখান থেকে নতুন নকশা অনুমোদন হয়। গত এক সপ্তাহ আগে আমরা আমাদের নতুন নকশা বিজিবিকে বুঝিয়ে দিয়েছি।
তারা হয়তো পরবর্তী পতাকা বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করবেন এবং চলমান সমস্যা সমাধান করবেন বলে আশা করছি। বিজিবি সরাইল ২৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক কর্নেল মুহাম্মদ গোলাম কবির বলেন, নতুন ভবনের নির্মাণে বিএসএফ আমাদের কাছে আপত্তি জানানোর পর তা পুলিশকে জানাই।
পাশাপাশি আমারা আমাদের সদর দফতরকে অবহিত করি। পরে ভবনের নতুন নকশা আমাদেরকে দেওয়া হয়ছে। আগামী পতাকা বৈঠকে বিএসএফের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সুরাহা করবো। এরপরই ইমিগ্রেশন ভবনের কাজ শুরু হবে।

ভারতকে পর্যবেণ করছে বাংলাদেশ: আসাদুজ্জামান খান কামাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ২৮।। ভারতের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন এবং এর জের ধরে সৃষ্ট বিতর্কের ব্যাপারে ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বাংলাদেশ নিবিড়ভাবে পর্যবেণ করছে বলে বাংলাদেশের গৃহমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন। সীমান্তে উদ্বেগজনক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সীমান্ত ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পদপে গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মন্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিলের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী একথা জানান। স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রশ্ন উত্তর পর্ব টেবিলে উপস্থাপিত হয়।
গৃহমন্ত্রী বলেন, ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম প্রতিবেশী দেশ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশীসুলভ সুসম্পর্ক অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি ভারত সরকার তাদের নিজস্ব পলিসি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) ও এনআরসি পরিকল্পনা নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সিএএ- কে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে মনে করে। একইভাবে বিলটিকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিতর্ককে ভারতের ঘরোয়া রাজনীতির অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। ভারত সরকার তার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে পদপে নেয়ার সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের সঙ্গে তাদের দৃঢ় পারস্পরিক বিশ্বাস, সৌহার্দ্য ও বোঝাপড়ার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেবে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এ ব্যাপারে ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেণ করছে। বাংলাদেশ এনআরসি (জাতীয় নাগরিকপঞ্জি) ইস্যুকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় মনে করে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এনআরসি ইস্যুতে বাংলাদেশের ওপর কোনও অযাচিত প্রভাব পড়বে না, সে নিশ্চয়তা ভারত সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া হয়েছে।
তিনি আরো বলেন, সীমান্তে অবৈধ গমনাগমন, চোরাচালান প্রতিরোধসহ সীমান্তবর্তী অপরাধ দমনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সর্বদাই সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা গ্রহণ করে থাকে। তবে আমাদের সীমান্তরী বাহিনী বিজিবি সীমান্ত সংক্রান্ত অপরাধসহ যে কোনো ধরনের বেআইনি কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সদা সর্বোচ্চ সর্তক অবস্থায় রয়েছে। উদ্বেগজনক কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সীমান্ত ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পদপে গ্রহণ করা হবে। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে যাতে ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে অত্র বাহিনীর অধিনস্থ রিজিয়ন/সেক্টর/ ব্যাটালিয়ন কর্তৃক সীমান্তবর্তী এলাকায় টহল জোরদারসহ গোয়েন্দা ও সার্বণিক নজরদারি রাখা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সীমান্তের আট কিলোমিটারের বাইরেও

ছয়ের পাতায়

উপাচার্যের বক্তব্য মোবাইলে রেকর্ড করার অপরাধে" ছাত্র কে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হোস্টেল ছাড়ার নির্দেশ দিল বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : উপাচার্যের বক্তব্য মোবাইলে রেকর্ড করার "অপরাধে" ছাত্র কে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হোস্টেল ছাড়ার নির্দেশ দিল বিশ্বভারতী। ছাত্রটির অপরাধ ? সংবিধানের "প্রস্তাবনা" সংশোধনের পক্ষে উপাচার্যের সওয়াল করা বক্তব্যটি ভিডিও রেকর্ড করা! যা ঘিরে ফের নতুন করে তোলপাড় হয়েছে ক্যাম্পাস।
২৭ জানুয়ারি রাতে আচমকা হাতে লেখা এই নোটিশটি প্রকাশ্যে আসে। তাতে বিদ্যা ভবন সিনিয়ার বয়েজ হোস্টেলের আবাসিক ছাত্র বিজ্জু সরকার নামে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পূর্বপল্লী সিনিয়র বয়েজ হস্টেলে ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিশ্বভারতীর প্রক্টোর শঙ্কর মজুমদার। এমনকি যে চিঠি টি প্রক্টোর ছাত্র টির হাতে ধরিযেছেন, সেটি সাদা কাগজে সিল-ছাপ ছাড়াই হাতে লেখা। শুধু তাই নয় নোটিশ হাতে ধরিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হস্টেল ছাড়ার নির্দেশ বিশ্বভারতীর এক ছাত্রকে!
কারন হিসাবে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, বিজ্জু সরকার সাধারনতন্ত্র দিবসের দিন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বক্তব্য মোবাইলে রেকর্ড করে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। যে ভিডিওটি পরবর্তীতে ব্যবহৃত হয়েছে নানা মাধ্যমে। এবং সেই ব্যবহারের ফলে নাকি উপাচার্যের মানহানি হয়েছে। তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। এমনই বক্তব্য লেখা হয়েছে নোটিশে।
এমনকি প্রোক্টর নোটিশে লিখেছেন, এই নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনেই দেওয়া হয়েছে। আর এই 'অপরাধে'র জন্য বিজ্জু সরকারকে লোটা কম্বল গুটিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হস্টেল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।অভিযোগ রাতে ছাত্র টির হাতে নোটিশ ধরিয়ে সকালেই তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
স্বাভাবিকভাবেই এমন নোটিশ দেখে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে বিশ্বভারতী অধ্যাপক ছাত্ররা ও।
বিশ্বভারতী ছাত্রছাত্রী ঐক্যের ছাত্র নেতা সোমনাথ সাউ বলেন, 'সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধনের পক্ষে সওয়াল করে বিতর্কিত বক্তব্য যিনি রেখেছেন, এ দায়ভার তাঁর। ইতিহাসের প্রথমবর্ষের একটি ছাত্র মাননীয় উপাচার্যের বক্তব্য রেকর্ড করেছেন। এইটা যদি তার দোষ হয়, তাহলে সংবাদমাধ্যম দেশজুড়ে কাজ করতেই পারবে না। কারন তারা এই ধরণের ভিডিও তোলে। নিজের দোষ ঢাকতে একটি ছাত্রকে দোষী সাব্যস্ত করে বহিষ্কৃত করার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে নামব।'
৭ উপাচার্যের প্রকাশ্যে দেওয়া বক্তব্য ভিডিও করে তা সোশ্যাল মিডিয়া ছড়ানোর পেছনে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের কী দোষ রয়েছে তা ভেবে পাচ্ছেন না কেউই। সোশ্যাল মিডিয়ায় পাওয়া কে কী উদ্দেশ্যে বা কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যবহার করেছেনে তার জন্য বলির পাঁঠা কেন হতে হবে সাধারন একটি ছাত্রকে এই নিয়ে প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।
বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য ক্ষোভের সাথে জানিয়েছেন, "এরকম আবার হয় নাকি। আরো একটি গা জোয়ারি সিদ্ধান্ত এটি। প্রকাশ্যে বক্তব্য দিয়েছেন উপাচার্য। তা মোবাইল বন্দী করার বা সোস্যাল মিডিয়ায় দেওয়ার কারনে কেন এক সাধারন ছাত্রকে এমনভাবে হেনস্থা করা হবে। বিশ্বভারতীতে এক মাৎস্যন্যায় চলছে। তাছাড়া নোটিশটি হাতে লেখা, নেই কোনো লেটার হেট, সিল।"
এদিকে নোটিশ পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েছেন ছাত্রটি। ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছেন তিনি ।হোস্টেল থেকে বহিষ্কৃত ছাত্র বিজ্জু সরকার এদিন ভোর বেলায় হোস্টেল ছেড়ে বাড়ি চলে যায়। বাঁকুড়ার বাড়ি থেকে ফোনে বলেন,' আমি এব্যাপারে আর কোন কথা বলতে চাই না। আমার পড়াশুনা হত বন্ধ হয়ে যাবে।'
প্রসঙ্গত, সাধারনতন্ত্র দিবসের দিন সকালে তোলা হয়েছে ভিডিওটি। তাতে দেখা যাচ্ছে, সাধারনতন্ত্র দিবস উদযাপানের একটি অনুষ্ঠানে উপাচার্য পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন। তাতে তিনি বলেছেন, 'সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংসদ সংবিধানের থেকে অধিক ক্ষমতার অধিকারী। এটা ছিল ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিপরীত। কিন্তু হয়েছিল, আমরা মেনে নিয়েছিলাম। যে মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতা চলে গেল, মুরারজি দেশাই ক্ষমতায় এলেন, তখন ওরা ৪২ সংশোধনী আনলেন। তখন আমরা পুরানো জায়গায় ফিরে গেলাম। যারা সি এ এ এর বিরোধীতা করছেন, তাঁরা প্রস্তাবনা পড়ছেন। এই সংবিধান বানানো হয়েছিল

ছয়ের পাতায়

বিহার থেকে গ্রেফতার শারজিল ইমাম, ট্রানজিট রিমান্ডে নিল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : গ্রেফতার শাহিনবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা শারজিল ইমাম ঊ মঙ্গলবার তাকে বিহার থেকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ঊ তার বিরুদ্ধে দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে আগেই দেশদ্রোহীতার মামলা করেছিল পুলিশ ঊ এদিন গ্রেফতারের পর তাকে আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঊ কয়েকদিন আগে জেএনইউ-র "সেন্টার ফর হিস্টোরিকাল স্টাডিজ"-র ছাত্র শারজিলের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ, সেই ভিডিয়োয় তিনি বিদ্বেষমূলক ভাষণ দেন। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহের অভিযোগ দায়ের হয় ।এরপর থেকেই তার খোঁজে তল্লাশি চলছিল ঊ সোমবার রাতে বিহারের জাহানাবাদে শারজিলের বাড়িতে হানা দেয় দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার পুলিশের একটি দল। যদিও তখন বাড়িতে শারজিলকে পায়নি পুলিশ। পুলিশ শারজিলের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে যায়। আজ জাহানাবাদ থেকে সারজিলকে গ্রেফতা করে পুলিশ। সারজিলকে গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টা আগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর ভাইকে আটক করে বিহার পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যা থেকে মুম্বই, পটনা ও দিল্লিতে পুলিশ সারজিলের সন্ধানে তল্লাশি চালায়। দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের পাঁচটি দল এই অভিযানে মুখ্য ভূমিকা নেয়। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শারজিলকে। এর আগে আজ শারজিলকে আদালতে তোলা হয়। দিল্লি পুলিশ জাহানাবাদ আদালতে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করে। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে শারজিলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় পুলিশকে।
দিল্লি পুলিশের অভিযোগ, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে প্রতিবাদের সময় দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এবং উত্তরপ্রদেশের আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে বিভাজনমূলক মন্তব্য করেন শারজিল। তবে শারজিলের বিরুদ্ধে আনা রাষ্ট্রদোহের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তাঁর পরিবার। পরিবারের দাবি শারজিলের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শারজিলকে গ্রেফতারের আগে তাঁর মা বলেন, 'সে আইন ভাঙেনি। তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাছে সে আত্মসমর্পণ করবে।'
এ নিয়ে প্রশ্ন করলে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেন, "কখনওই দেশের স্বার্থবিরোধী কিছু করা উচিত নয়। ওঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ওঁকে। এ বার আদালতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।"
শারজিলের বক্তব্য প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, 'শারজিলের ভিডিয়োটি দেখলাম। ওঁর বক্তব্য শুনলাম। কানাহাইয়া কুমারের থেকেও ভয়ঙ্কর কথা বলেছেন তিনি। দিল্লি পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে আসা হচ্ছে।'
যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেখানে শারজিলকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমাদের যদি ৫ লক্ষ সংগঠিত কর্মী থাকে, তাহলে আমরা অন্তত একমাসের জন্য উত্তর-পূর্বকে বাকি দেশ থেকে আলাদা করে দিতে পারি। আমরা একটা রাস্তা একমাস ধরে আটকে দিয়েছি, ওরা সরাতে পারছে না। এটা আমাদের দায়িত্ব অসমকে দেশ থেকে আলাদা করা। তবেই ওরা আমাদের কথা শুনবে।' এখানেই থেমে থাকেননি শারজিল। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে তাঁকে আরও বলতে শোনা গিয়েছে, 'আপনারা জানেন অসমীয়া মুসলিমদের সাথে কী হচ্ছে? সেখানে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) কার্যকর হয়েছে। ওদের ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে। আর ৬-৮ মাসের মধ্যে হয়ত জানতে পারব, সেখানে সব বাঙালিদের -- তা সে হিন্দু হোক বা মুসলিম-- হত্যা করা হয়েছে। আমরা যদি অসমকে সাহায্য করতে চাই, তাহলে অসমগামী রুট বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে ভারতীয় সেনা সেখান দিয়ে কোনও রসদ না নিয়ে যেতে পারে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিয়োর ভিত্তিতেই তার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার অভিযোগ এনে একাধিক মামলা হয় ঊ
সিএএ-এর বিরুদ্ধে লাগাতার বেশ কয়েকটি হিন্দি ও ইংরেজি সংবাদপত্রে লিখে যাওয়া শারজিলকে নিয়ে অতীতেও বারবার বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষিত হওয়ার পরে সংবিধান পুড়িয়ে দেওয়ার কথা শোনা যায় তাঁর মুখে। সম্প্রতি তাঁর এই ভিডিওটি সামনে আসায় নড়েচড়ে বসেছে শাসকশিবিরও।

ট্রেনেই মৃত্যু ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের

রামপুরহাট, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : মালদার পর এবার রামপুরহাট। চিকিৎসা করাতে গিয়ে ট্রেনেই মৃত্যু হল এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের। ফের ট্রেনে চিকিৎসক না থাকায় ছাত্রের মৃত্যু ঘটল বলে অভিযোগ উঠেছে। মৃত ছাত্রের নাম প্রকাশ কুমার বসাক (২৬)। বাড়ি বিহারের কিষাণগঞ্জ থানার বাহাদুরগঞ্জ এলাকায়।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করছিল প্রকাশ বসাক। বছর তিনেক আগে তার দুটি কিডনি নষ্ট হয়ে যায়। কলকাতার রবীন্দ্র নাথ টেগোর হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। তারপর থেকেই প্রতিমাসে শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাকে যেত হত কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ টেগোর হাসপাতালে।
সোমবার রাতে কিষাণগঞ্জ স্টেশনে ডাউন দার্জিলিং মেল ধরে পরিবার। ট্রেন মালদা স্টেশন ছাড়তেই প্রকাশ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যায়। পরিবারের লোকজন ট্রেনের টিটি কে খুঁজে সাহায্য চায়। চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বাবুর সাহায্য চায়। অভিযোগ, কিন্তু দীর্ঘ তিন ঘন্টা ট্রেন চললেও যাত্রা পথে কোথাও কোন চিকিৎসার উদ্যোগ নেয নি রেল। এমনকি কোন স্টেশনে চিকিৎসকের ব্যবস্থা করে নি বলে পরিবারের অভিযোগ। উল্টে বোলপুর স্টেশনে ছাড়া কোথাও ডাক্তার পাওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিয়ে দায সাড়ে টিটি। কিন্তু তার আগেই প্রকাশ বসাক এর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে।

ছয়ের পাতায়

চিনের ভাইরাসের আতঙ্কের ছোঁয়া বীরভূমের বোলপুরে

শান্তিনিকেতন, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) চিনে এন ভাইরাসের আতঙ্কের ছোঁয়া বীরভূমের বোলপুরে। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ধরেই চিনে থাকেন বোলপুরের ভুবনডাঙার শুভম পাল ও অরুণানন্দ মুখোপাধ্যায় ।সম্প্রতি এন ভাইরাস বা নভেল করোনা ভাইরাস-কে নিয়ে আতঙ্ক ছড়াতেই চিন্তিত হয়ে পড়েন এই পরিবারের সদস্যরা ।যদিও চিনের বেজিং থেকে ভিডিয়ো পাঠিয়ে পরিবারকে আশ্বস্ত করেছেন শুভম পাল।
জানা গেছে, বোলপুরের ভুবনডাঙার শুভম পাল গত ৫ বছর ধরে চিনের একটি সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিকতা করেন। বেজিং শহরে স্ত্রী-কে নিয়ে থাকেন। সেখান থেকেই ভিডিয়ো পাঠিয়ে পরিবারের লোককে আশ্বস্ত করেন তিনি ।শুভম পালের বাবা রণরঞ্জন পাল বলেন, সকালে কথা হয়েছে। টিউবে চাপছে না। গাড়িতে যাচ্ছে। মাস্ক পড়ে নিয়েছে। মাংস খাচ্ছে না। মাছ আর সবজি খাচ্ছে। শুভম পাল তাঁর ভিডিও বার্তায় বলেন, চিনের বেজিংয়ে আছি। চারিদিকে এন কোরনা ভাইরাসের ভীতি ছড়িয়েছে।
অন্যদিকে অরুণানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মা আরতি মুখোপাধ্যায় বলেন, ছেলে জাকার্তায় আছে। বৌমা আর নাতি আছে চিনের চাংসুতে। ওয়ার্ল কলেজের প্রফেসর। কাল ফোনে কথা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, কুড়িটা পরিবার ওখানে একসাথে আছে। কোন চিন্তার কারণ নেই।
পাশাপাশি বিশ্বভারতীর চিনাভবনে এক শিক্ষক ও দুই ছাত্রী আছেন। তাঁরাও তাঁদের পরিবার নিয়ে চিন্তিত। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, চিনা ভবনের অধ্যাপক মি ছাই, দুই জন ছাত্রী যে জায়গার বাসিন্দা সেখানে অবশ্য কোন প্রভাব নেই। এছাড়াও, প্রতিবছর ৭ ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে চিনের ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ুয়ারা শিক্ষামূলক ভ্রমণে বিশ্বভারতী আসেন। কিন্তু চিনা সরকার তা এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাতিল করেছে।

হীরেন গোহাঁই মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনের সক্রিয় অংশীদার, সিএএ নয় তিনিই জাতিধ্বংসী : বিস্ফোরক হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের প্রবীণ শিক্ষাবিদ তথা বামপন্থী ব্যক্তিত্ব হীরেন গোহাঁইকে মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনের সক্রিয় অংশীদার বলে অভিযোগ তোলার পাশাপাশি তাঁকে একজন জাতিদ্রোহী ও জাতিধ্বংসী বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন রাজ্যের অর্থ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শাহিমবাগে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সার্জিল ইমামের অসম তথা উত্তরপূর্ব সম্পর্কে উসকানিমূলক বিতর্কিত মন্তব্যের পর হীরেন গোহাঁই বলেছিলেন, 'সার্জিলকে দেশদ্রোহী সাজানোর ঘটনা হাস্যকর, এটা ঠিক নয়, যৌবনের আবেগে সে কথাগুলি বলে ফেলেছে...'। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আজ প্রবল সিএএ-বিরোধী হীরেন গোহাঁইয়ের বিরুদ্ধে এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।
মঙ্গলবার সকালে দিশপুরে জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা 'তথাকথিত বুদ্ধিজীবী' হীরেন গোহাঁইয়ের কড়া সমালোচনা করে তাঁকে সরাসরি মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনের সক্রিয় অংশীদার বলে অভিযোগ তুলে বলেন, 'হীরেন গোহাঁই মুসলমান মৌলবাদী সংগঠনের একজন কট্টর সমর্থক। এবার তিনি যা বলছেন তা নতুন নয়, এর বহু আগে থেকে এ ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত তিনি। তা সৈয়দ সাদুল্লাকে অসমপ্রেমী সাজানোই হোক, অথবা মৌলানা মাদানীর সঙ্গে একাসনে বসে এনআরসিকে বিফল করার ষড়যন্ত্রই হোক, অথবা সার্জিল ইমামকে দেশভক্ত আবেগিক যুবক আখ্যা দেওয়াই হোক। এককথায় মুসলিম মৌলবাদী শক্তি অসমকে অশান্ত করতে যে ধরনের অহরাত্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এর সক্রিয় অংশীদার হীরেন গোহাঁই।' কোনও রাখঢাক না রেখে বলেন মন্ত্রী ড় শর্মা।
ছাড়া, 'বিশিষ্ট' 'তথাকথিত বুদ্ধিজীবী'টি যা বলেন, ঠিক তার উলটো অসমের জনসাধারণ করেন বলে মন্তব্য করে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'হীরেন গোহাঁই কালো বললে আমাদের সাদা বলতে হবে, আবার সাদা বললে কালো বলতে হবে। তাঁর প্রতি আমার মোটেও সহানুভূতি নেই, সাফ কথা।'
গোহাঁইকে একজন 'পরিচ্ছন্ন জাতিদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে হিমন্তবিশ্ব বলেন, 'অসম আন্দোলনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর ভূমিকা জাতি-বিরোধী, জাতিধ্বংসী। তিনি বা তাঁর সহযোগীরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে জাতিধ্বংসী বলেন। আসলে জাতিধ্বংসী সিএএ নয়, জাতিধ্বংসী হচ্ছেন হীরেন গোহাঁই নামের ব্যক্তিটি। তিনি বিজেপিকে ভোট দেবেন না বলে নির্বাচনের আগে রাজ্যবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। অথচ অসমের জনতা কী করেছেন, দু হাত ভরে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন।' তিনি ভাষায়, 'হীরেন গোহাঁইয়ের এ ধরনের কার্যকলাপে আমি মোটেও স্তম্ভিত নই। তবে এত সব দেখেও কতিপয় শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক গোহাঁইকে সভা-সমাবেশে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে যুগ্ম স্বাক্ষর দিয়ে ন্যায্যতা প্রদানের প্রবণতা চিন্তনীয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোনও কোনও শিল্পী-সাহিত্যিক কর্তৃক হীরেন গোহাঁইকে সামাজিক আসন দেওয়ার প্রচেষ্টা সবচেয়ে দুঃখজনক।'

দাঁড়ি নিয়ে ওমরকে কটাক্ষ গিরিরাজের

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার লম্বা মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাঁড়ির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। ওমরের এমন ছবি দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে তীর্যক কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এবার বেয়ার গ্রিলসের সঙ্গে জঙ্গলে হাঁটবেন রজনীকান্ত, কেন জানেন?

''ম্যান ভার্সাস ওয়াইল্ড'' সিরিয়ালের গ্রিলসের সঙ্গে এবার দেখা যাবে দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্তকে (একটি সর্বভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলের খবর, রজনীকান্তকে নিয়ে তোলা এপিসোডের শুটিং হবে কর্নাটকের বাঁদিপুর ন্যাশনাল পার্কে। ''প্রোজেক্ট টাইগার'' কর্মসূচিতে ১৯৭৪ সালে এই ন্যাশনাল পার্কটি তৈরি করা হয়েছিল কর্নাটকে। সোমবারই ঘোষণা করা হয়েছিল, ''ম্যান ভার্সাস ওয়াইল্ড'' সিরিয়ালের জন্য টিভি প্রেজেন্টার গ্রিলস আবার শুটিং শুরু করতে চলেছেন। যে সিরিয়ালে এ বার অভিনয় করতে দেখা যাবে চ্যানিং টাটুম, ব্রাই লারসন, জোয়েল ম্যাকহেল, ক্যারা ডেলেভিঙ্গনে, রব রিগ্‌ল, আর্মি হ্যামার ও ডেভ বাতিস্তার মতো হলিউডের ডাকসাইটে অভিনেতা, অভিনেত্রীদের। আর মঙ্গলবার জানা গেল সেই বিশেষ কথাটি, এবার বেয়ার গ্রিলসের গেস্টের আসনে থাকছেন রজনীকান্ত। অ্যাডাল্ট ভিডিও দেখতে বাধ্য করার অভিযোগ, কাঠগড়ায় বি-টাউনের কোরিওগ্রাফার গণেশ আচার্যএর আগে তাঁর ''ম্যান ভার্সাস ওয়াইল্ড'' সিরিয়ালের জন্য গ্রিলস গত লোকসভা নির্বাচনের পরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে শুটিং করেছিলেন উত্তরাখণ্ডের ''জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে''। মোদির পর গ্রিলসের পছন্দের তালিকায় এখন রজনীকান্ত। গত চার দশক ধরেই ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটি নাম। মুক্তির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে রজনীকান্তের নতুন অ্যাকশন থ্রিলার ''দরবার''। দেশের সবচেয়ে বেশি রোজগেরে অভিনেতাদের মধ্যে দশকের পর দশক ধরে থেকেছে তাঁর নাম। এবার বেয়ার গ্রিলসের অতিথি তালিকাতেও জায়গা করে নিলেন তিনি।

আপনি কি জানেন হাঁপানির টান কেন বাড়ে?

ফ্লু, নিউমোনিয়া জাতীয় শ্বাসযন্ত্রের কোনও রোগের ইতিহাস থাকলে ঠান্ডা বাড়লেই হাঁপানির টান বাড়তে থাকে।ভাইরাসের সংক্রমণ, ভাইরাল জ্বরে হাঁপানির সমস্যা অনেক বাড়ে।মেদবাহুল্য, অধিক পরিশ্রম, বেশি হাঁটাচলার কারণে টান বাড়তে পারে।পরিবেশ দূষণ অন্যতম কারণ। গাড়ির ধোঁয়া, বাতাসের ক্ষতিকর গ্যাস, স্মগ শ্বাসের সমস্যা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অনেককেই পেশাগত কারণের জন্য রাসায়নিক বা ধপলো-ধোঁয়ার মধ্যে থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত।অ্যালার্জি থেকে বা অ্যালার্জি ইনডিউসড অ্যাজমায় আক্রান্ত হন বহু মানুষ। বাতাসে থাকা ফুলের রেণু, পোকামাকড়, বিশেষ কোনও খাবার, বালিশ, লেপ তোশকের ধুলো, পোষ্যের লোম ও স্যালাইভা, কোল্ড ড্রিঙ্ক-যে কোনও কিছু থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। বিটা ব্লকার, অ্যাসপিরিন ও কিছু পেনকিলার অ্যাজমার সমস্যা বাড়ায়।মানসিক চাপ থেকেও রোগের উপসর্গ বাড়ে।কোনও কোনও মহিলা ঋতুস্রাবের আগে অ্যাজমার টানে ভোগেন। প্রোজেস্টেরন হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়ার ফলে এমনটা হয়।ঘরোয়া উপায়ে গলা ব্যাথার উপশমনিজস্ব প্রতিনিধিঃ আবহাওয়া পরিবর্তনে ঠাণ্ডার সমস্যাসহ গলা ব্যথার প্রবণতা দেখা দেয় অনেকের। এটি আমাদের শরীরে অস্বস্তি তৈরি করে। ফলে যেকোনো খাবার বা পানীয় খেতেও সমস্যা হয়, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়।শুধুমাত্র আবহাওয়া পরিবর্তনই নয়, অফিসে দীর্ঘক্ষণ এসির মধ্যে থাকলেও ঠাণ্ডা লেগে গলা ব্যথা হয়, টনসিলের সমস্যাও বাড়ে।এই সমস্যা এক-দুই দিনে কাটে না। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে ওষুধের চেয়েও বেশি প্রয়োজন বাড়িতেই নিজের যত্ন নেওয়া।ঘরোয়া কিছু উপায় অবলম্বন করলেই সহজে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মেলে। চলুন দেখে নেওয়া যাক ঘরোয়া সেই উপায়গুলো-লবণ জলগলা ব্যথা হলে এর প্রাথমিক চিকিতসা হলো গরম জল লবণ দিয়ে গড়গড়া করা। এক গ্লাস হালকা গরম জল নিন। এতে এক চা চামচ লবণ যোগ করে সেটি ভালোভাবে মিশ্রিত করুন। এটি গলা ব্যথা থেকে তাতক্ষণিক মুক্তি দিতে সহায়তা করে।আদাঅ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যের জন্য গলা ব্যথা ভালো করতে সহায়তা করে আদা। জল গরম করে তাতে কয়েক টুকরো ফ্রেশ আদা দিন। এরপর এটি প্রায় ৫-১০ মিনিটের জন্য ফোটান। দিনে কমপক্ষে দুবার এই জল পান করুন। এতে এক চা চামচ মধুও যোগ করতে পারেন।লেবুর রসবিশেষজ্ঞদের মতে, লেবু আমাদের শরীরের টক্সিন দূর করার ক্ষেত্রে খুব উপকারি। তাই গলা ব্যথায় এক গ্লাস গরম জল লেবুর রস ও এক চা চামচ মধু ভালোভাবে মেশান। দিনে অন্তত দুবার এটি পান করুন। গলা ব্যথা ও টনসিলের সমস্যা দূর করতে এটি সাহায্য করে।হলুদহলুদ গলা ব্যথা নিরাময়ের অন্যতম সেরা উপাদান। খানিকটা হলুদ গুঁড়ো এক গ্লাস গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। তারপরে সকালে খালি পেটে পান করুন। দুধের সঙ্গেও হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন।দারুচিনিকয়েক ফোঁটা দারুচিনি তেলের সঙ্গে এক চা চামচ মধু মিশ্রিত করুন। দিনে একবার এটি ব্যবহার করুন, গলার ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দিতে সহায়তা করে।ধুমধু তার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য পরিচিত। এটি প্রাচীনকাল থেকেই গলা ব্যথা নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এক কাপ গরম জলেতে এক থেকে দুই চামচ মধু মেশান এবং দিনে দুই থেকে তিনবার পান করুন অথবা ঘুমাতে যাওয়ার আগে আপনি এক চা চামচ মধু খেতে পারেন।ভাপ নিনপ্রথমে কান-মাথা ভালো করে জড়িয়ে নিন কাপড় দিয়ে। এরপর সামান্য লবণ দিয়ে গরম জলের ভাপ নিন। দিনে দুবার এটা করতে পারলে খুব সহজেই গলার ব্যথা কমবে।লবঙ্গমাঝে মাঝেই মুখে দুটি লবঙ্গ রাখুন এবং সেগুলো নরম হওয়ার পর চিবিয়ে গিলে ফেলুন। এটি কার্যকরভাবে গলা ব্যথা নিরাময়ে সহায়তা করে।সুনব. সুন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিসেপটিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত এবং গলা ব্যথা নিরাময়ে সহায়তা করে। রসুনের মধ্যে থাকা অ্যালিসিন গলা ব্যথার কারণ ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে সহায়তা করে। এটি কাঁচাও খাওয়া যায় এবং রান্না করেও খাওয়া যায়।

লতা মঙ্গেশকরের কোলে ৩ মাসের ছোট্ট ঋষি কাপুর, ছবি শেয়ার করলেন অভিনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন : সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনিতেই বেশ অ্যাক্টিভ ঋষি কাপুর। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাঝে মধ্যেই নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে নিজের মতামত প্রকাশ করতে দেখা যায় প্রবীণ অভিনেতাকে। আবার কখনও তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যান্ডেলে উঠে আসে পুরনো নানান মুহূর্ত। ২৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার নিজের ছেলেবেলার একটি ছবি সকলের সঙ্গে শেয়ার করেছেন অভিনেতা। অভিনেতার পোস্ট করা পুরনো এই ছবিতে কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ৩ মাসের ছোট্ট ঋষি কাপুরকে। যেখানে রাজ কাপুরের ছোট পুত্রকে আদরে ভরিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে সুর সম্রাজ্ঞীকে। ছবিটি পোস্ট করে ঋষি কাপুর লিখেছেন, '''' নমস্কার লতাজি, আপনার আশীর্বাদে আমার এই ২-৩ মাস বয়সের এই ছবি খুঁজে পেয়েছি। আমার উপর আপনার আশীর্বাদ সমসময় ছিল। আমি কি এই ছবিটা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে

পারি? এটা আমার কাছে ভীষণই মূল্যবান একটি ছবি।''''ঋষি কাপুরের পোস্টের উত্তর দিতেও ভোলেননি কিংবদন্তী গায়িকা। তিনি পাল্টা টুইটে লেখেন, ''''ছবিটা দেখে খুশি হলাম। আমি এই ছবিটা খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। এটা দেখে আমার কৃষ্ণা বৌদি ও রাজ সাহাব-এর কথা মনে পড়ে গেল। ওইদিন বৌদি আপনাকে আমার কোলে দিয়েছিলেন। ছবটি সকলের জন্য পোস্ট করে বেশ ভালোই করেছেন।''''কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় খ্যতনামা অভিনেতা প্রাণের সঙ্গেও নিজের ছেলেবেলার একটি সাদাকালো মুহূর্ত শেয়ার করেছিলেন ঋষি কাপুর। এবং আরও একটি ছবিতে অভিনয়ের প্রয়োজনেই প্রাণ-এর মহিলা সাজার ছবিও দিয়েছিলেন।প্রসঙ্গত বেশ কয়েকমাস আগে দীর্ঘ চিকিতসার পর মার্কিন মুলুক থেকে দেশে ফিরেছেন অভিনেতা ঋষি কাপুর। খুব শীঘ্রই অভিনয়েও ফিরছেন তিনি। ছেলে রণবীরের প্রাক্তন প্রেমিকা দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে একটি ছবিতে দেখা যাবে ঋষি কাপুরকে।

মুম্বইয়ের শিব সেনা শাখায় পৌঁছলেন দেব!

তৃণমূল সাংসদ তথা বাংলার মেগাস্টার দেব গত বেশ কয়েকদিন ধরে খবরে রয়েছেন একাধিক ইনস্টাগ্রাম পোস্টের হাতধরে। প্রথমে আসে ''শুভ বিবাহ'' ছবির পোস্টার ঘিরে দেবের পোস্ট। আর এবার মুম্বইয়ের শিব সেনা শাখায় গিয়ে সেখানের ছবি পোস্ট। আপাতত তা নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।প্রসঙ্গত, মুম্বইয়ের খেরওয়াড়ির শিব সেনা শাখায় কয়েকদিন আগে গিয়েছিলেন দেব। যেখানে কেটেছে তাঁর ছোটবেলা। দেবের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেখানে তাঁর মায়ের জন্মদিন পালন করা। আর সেই উপলক্ষ্যে শিব সেনা শাখায় পৌঁছে সেখানের যাবতীয় ছবি , ভিডিও তিনি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। তিনি একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জানিয়েছেন ,'' এটা মুম্বইয়ের শিব সেনা শাখা। যেখানে আমার বড় হয়ে ওঠা। আমার শৈশব আর আমার মায়ের অনেক স্মৃতি এই শাখার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। আমি ভাবিওনি যে সেই একই জায়গায় এসে আমি এরকম আদর-সম্মান পাব। .... ''এদিকে, দেবের এই পোস্ট ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই দেবের ছবিতে কমেন্ট সেকশনে লিখেছেন ''জয় শ্রী রাম''। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে দেব কি এবার তাহলে বিজেপি তে যোগ দিচ্ছেন? প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র মায়ের জন্মদিন পালন করতেই দেব পৌঁছে যান শিব সেনার শাখায়। আর শৈশবরে স্মৃতি গায়ে মেখে আরও একবার পুরনো দিনের উস্কে যায় দেবের। ফিরে দেখেন ছোটবেলার ফেলে আসা দিনগুলি।

শীতকালে ওষুধ ছাড়াই দূরে রাখুন জ্বর, হাঁচি, কাশি

হাঁচি, কাশি, সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা, চোখ-নাক দিয়ে জল পড়া...! আসলে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে শরীরের খাপ খাওয়াতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। ফল? একটুতেই ঠান্ডা লাগা! তারপর ? ডাক্তারের দ্বারস্থ হয়ে গাদা গাদা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া! মাথায় রাখবেন, অ্যান্টিবায়োটিক বা কাফ-সিরাপের সাইড-এফেক্টও কিন্তু মারাত্মক! কাজেই প্রথম থেকেই সতর্ক হন! গোটা শীতকাল নিয়মিত কয়েকটা ঘরোয়া টোটকা খান, সর্দি কাশি ধারে কাছে ঘেঁষবে না!গোলমরিচ চা: গোলমরিচে রয়েছে পিপারিন-এর মতো কেমিক্যাল যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। রোজ সকালে খালি পেটে এক কাপ চায়ে ৩-৪টে গোলমরিচগুঁড়ো মিশিয়ে খান! হাঁচি, কাশি, বুকে কফ জমা, নাক বন্ধর মতো সমস্যা নিমেষে দূর হয়ে যাবে! আদা, লেবু ও মধু: আদায় থাকে জিঞ্জারল, জিঞ্জারন-এর মতো অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট-এর মতো উপাদান যা ঠান্ডা লাগার হাত থেকে বাঁচায়। এক কাপ জলে আদা কুচি ফেলে ফুটিয়ে, লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে রোজ সকালে খালিপেটে খেয়ে নিন। লেবু ও মধু দুই-ই প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, কাজেই শরীরে জমে থাকা টক্সিনও দূর করে।দারচিনি-জল: দারচিনি প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে। গরম জলে কয়েক টুকরো দারচিনি ফেলে, ফুটিয়ে নিয়মিত খান। বুকে কফ জমবে না! পাশাপাশি সাইনাস ও মাইগ্রেনের সমস্যাও দূর হবে!

এবার মিটু বাণে বিদ্ধ স্বনামধন্য কোরিওগ্রাফার গণেশ আচার্য

ডিএনএ বাংলা ডেস্কঃ এবার মিটু বাণে বিদ্ধ স্বনামধন্য কোরিওগ্রাফার গণেশ আচার্য। ওই মহিলা মহারাষ্ট্র মহিলা কমিশন এবং আম্বোলি পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ করেছেন কোরিওগ্রাফারের বিরুদ্ধে। ওই মহিলা অভিযোগ করেছেন, তাঁকে জোর করে প্রাপ্ত বয়স্কদের ছবি দেখতে বাধ্য করেছেন গণেশ। পাশাপাশি ওই মহিলার থেকে অর্জিত টাকার থেকে কমিশন দাবি করেছেন বলেও জানিয়েছেন।এর আগে বলিউডে প্রথম মিটু ঝড় এসেছিল অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তর হাত ধরে। তাঁর এই অভিযোগের তিরে বিদ্ধ হয়েছিলেন অভিনেতা নানা পটেকর ও কোরিওগ্রাফার গণেশ আচার্য। তারপরে একের পর এক অভিযোগে সামনে আসতে থাকে বলি জগতের অন্ধকার দিক। নতুন বছরের শুরুতে আবারও এই জাতীয় অভিযোগ সামনে আসাতে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে বলি জগত। ৩৩ বছর বয়সি ওই মহিলা জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন কোরিওগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার পর থেকেই ওই মহিলাকে নানা ভাবে হেনস্থা করতেন। প্রায়শই অফিসে ডেকে প্রাপ্ত বয়স্কদের ছবি দেখতে বাধ্য করতেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্যা হয়েছিল বলেও জানিয়েছেন।পাশাপাশি ওই মহিলা জানিয়েছেন প্রায় এক লক্ষ টাকা অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারশিপ চার্জ দেওয়ার পরেও তার সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। তা নিয়ে জিজ্ঞেস করাতে গণেশ উত্তেজিত হয়ে তাঁকে অপমান করেছিলেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। আর তারপরেই তিনি বাধ্য হয়ে থানাতে গিয়ে অভিযোগ জানান।

''বিরাট পরিবর্তন'', হঠাত পুরনো ছবি শেয়ার করলেন কেন সারা

মুম্বই- সারা আলি খানের ভক্তের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। কেরিয়ারের শুরুতেই অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন তিনি। এছাড়াও তাঁর সৌন্দর্যেও কুপোকাত অনেকেই। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে চোখ রাখলেও বোঝা যায় ভক্তদের মধ্যে কতটা জনপ্রিয় সইফ আলি খানের মেয়ে।তবে প্রথম দিকে রাস্তা এতটা মসৃণ ছিল না। এক সময়ে সারার ওজন ছিল ৯০ কেজি। সেই সময়েরই একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন সারা। ফ্লাইটে বন্ধুদের সঙ্গে মশকরা করতে করতে এই ভিডিও তুলেছিলেন অভিনেত্রী। দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা ঘুমোচ্ছে। আর চুপিচুপি সেই ভিডিও করছেন সারা।এই ভিডিওর ক্যাপশনে সারা লিখেছেন, সারা কা সারা সারা। ভিডিওতে চলছে সর জো তেরা টকরায়ে গানটি। এই ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে চোখে পড়ার মতো বিষয় হল, সেই সময়ের সঙ্গে আজ সারার চেহারার কোনও মিল নেই। এভাবে স্থূলকায় থেকে তন্বী হয়ে ওঠার যাত্রাপথকেও প্রশংসা করেছেন অনেকে।সারাই এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের কাছে জানিয়েছিলেন তিনি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজে (পিসিওডি) আক্রান্ত ছিলে। এর জন্যই তাঁর ওজন বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু একাগ্রতা ও নিষ্ঠার জন্য খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত শরীরচর্চা করার মতো কাজ করতেন সারা।শেষ পর্যন্ত ওজন কমাতে সক্ষম হন সারা। ২০১৮ সালে প্রথম অভিনয়ের জগতে পা রাখেন সারা। সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গে কেদারনাথ ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়। সম্প্রতি কার্তিক আরিয়ানের বিপরীতে লাভ আজ কাল ছবিতে অভিনয় করেছেন।

পাতৌদি ব্যাট হাতে নামলেই বেজে উঠত শর্মিলা ঠাকুরের ছবির গান

সুনা কেয়া? (শুনেছ নাকি) প্রশ্ন বোলারের। যার উদ্দেশে প্রশ্ন, সেই ব্যাটসম্যান এই মাত্র অফস্টাম্পের বাইরে পরাস্ত হয়েছেন। এখনকার দিনে বোলারকে ও ভাবে এগিয়ে যেতে দেখলে মনে হত, এই বুঝি শুরু হল স্লেজিং! এখানে ব্যাটসম্যানের কাছে গিয়ে কিছু শোনার অনুরোধ জানাচ্ছেন বোলার। কিন্তু কী? ব্যাটসম্যান আবার মূর্তিমান মনঃসংযোগ-সুনীল গাভাস্কার। ব্যাটিং করার সময় তার সামনে এমন অদ্ভুত আর্জি নিয়ে হাজির হতে পারতেন এক জনই। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচে সে দিন তিনিই ছিলেন বোলার- বি এস চন্দ্রশেখর। বলা উচিত ভারতের জনপ্রিয় প্লেব্যাক গায়ক মুকেশ-ভক্ত চন্দ্রশেখর।

গাভাস্কারের কাছে গিয়ে দূর থেকে ভেসে আসা ''জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়''-এর গান শোনার অনুরোধ জানাচ্ছেন তিনি।সেই সময় ট্রাম্পারের মুখ থেকে এমন প্রশংসাবাক্য শোনা মানে যে কোনও বোলারের ''নাইট'' উপাধি পাওয়ার সমান। কিন্তু মেইলি পরে লিখলেন, ''''এই উইকেট নেওয়ার মধ্যে কোনও উতসবের আনন্দ ছিল না। বরং নিজেকে সেই বালকের মতো মনে হচ্ছিল, যে এইমাত্র একটা পাখিকে মেরে ফেলেছে!''''চন্দ্রশেখরের আমলে তারকাদের সঙ্গে আত্মিক যোগ তৈরি করার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল ট্রানজিস্টার। প্রিয় ক্রিকেটারের শখ বুঝে গ্যালারি থেকে দর্শকেরা বাজিয়ে দিতেন জনপ্রিয় ফিল্মি গান।

''গাঙ্গুবাঈ কাঠিওয়াড়ি'', মাফিয়া কুইনের বেশে নজর কাড়া আলিয়া

সঞ্জয়লীলা বনশালির ''গাঙ্গুবাঈ কাঠিওয়াড়ি'' ছবিতে অভিনয় করছেন আলিয়া ভাট, এ খবর শোনা গিয়েছিল বহু আগেই। তবে এমন একটি চরিত্রে আলিয়াকে কেমন দেখাবে তা নিয়ে ছিল নানা মুনির নানা মত। তবে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রকাশ্যে আলিয়ার সেই ''গাঙ্গুবাঈ'' লুক।প্রথম পোস্টারে আলিয়ার ''গাঙ্গুবাঈ কাঠিওয়াড়ি'' লুক কিছুটা আক্রমণাত্মক, কিছুটা খোলামেলা। যেখানে আলিয়াকে লালা স্কার্ট ও নীল ব্লাউজ পরে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তার মাথার চুল দুটি বেনী করা। কপালে তার লাল টিপ। একহাতে পরা সবুজ কাঁচের চুরি। এই ছবিতে আলিয়া যে কিছুটা অল্প বয়সের গাঙ্গুবাঈয়ের বেশে ধরা দিয়েছেন তা ছবিতেই স্পষ্ট।দ্বিতীয় পোস্টারে একেবারে মাফিয়া কুইনের বেশে ধরা দিয়েছেন আলিয়া। যে পোস্টারে কাজল কালো চোখ, ও কপালে লাল টিপে বেশ কঠিন মেজাজে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী হুসেন জাইদির বিখ্যাত উপন্যাস ''মাফিয়া কুইন অফ মুম্বই'' অবলম্বনে এই ছবি বানাচ্ছেন সঞ্জয়লীলা বনশালি। গাঙ্গুবাঈ হলেন গুজরাটের কাঠিওয়ারের বাসিন্দা ছিলেন। ছোট বয়সেই জোর করে গাঙ্গুবাঈকে দেহ ব্যবসায় নামনো হয়। পরবর্তীকালে মুম্বইয়ের কামতাপুর এলাকায় নিজের কোঠা চালাতেন। তবে সেসময় দাঁড়িয়ে গাঙ্গুবাঈ মুম্বইয়ের যৌন কর্মী ও অনাথ শিশুদের জন্য বেশকিছু কাজ করেন। ছেলেবেলায় গাঙ্গুবাঈ অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তবে মাত্র ১৬ বছর বয়সে গাঙ্গুবাঈ তাঁর বাবার হিসেবরক্ষকের প্রেমে পড়েন এবং তাঁকে বিয়ে করেন মুম্বইয়ে চলে আসেন। ওই ব্যক্তিই তাঁকে মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেন বলে জানা যায়।জানা যায় মাফিয়া ডন করিম লালার গ্যাঙের এক সদস্য গাঙ্গুবাঈকে ধর্ষণ করে, যার বিচার চেয়ে গাঙ্গুবাঈ করিমলালার সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে রাখি বেঁধে ভাই বানিয়ে নেন।আর এর পরই কামতাপুর এলাকা গাঙ্গুবাঈয়ের রাজত্ব শুরু হয়। তবে শোনা যায় কোনও মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে গাঙ্গুবাঈ তাঁকে দেহ ব্যবসায় রাখতেন না।

আমাদের দেশে অ্যাসিড কেনা কত সহজ, চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন দীপিকা

মুম্বই: সম্প্রতি অ্যাসিড আক্রান্ত লক্ষী আগরওয়ালের বায়োপিকে অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। শুধু অভিনয় নয়, অ্যাসিড অ্যাটাক নিয়ে নানা ধরনের সতর্কতামূলক প্রচারও করেছেন তিনি। তবে, সম্প্রতি অভিনেত্রী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে কীভাবে দোকানে দেদার বিকোচ্ছে অ্যাসিড। একদিনে ২৪ বোতল অ্যাসিড কিনে দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি।সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছেন দীপিকা। সেখানে স্টিং অপারেশন করে দেখিয়েছে যে কত সহজে আমাদের দেশে অ্যাসিড কেনা সম্ভব।একটি সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট করেছেন তিনি। সেখানে তাঁর টিমকে বাজারে পাঠানো হয়েছে, অ্যাসিড কীভাবে কেনা যায়, তা পরীক্ষা করতে। গাড়িতে বসে পুরো বিষয়টা মনিটর করেছেন তিনি।মোটামুটিভাবে অ্যাসিড চাইলেই দোকানদার দিয়ে দিচ্ছেন। খুব বেশি প্রশ্ন করছেন না। কম ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যাসিড দিলে কেউ কেউ বলছেন, আরও কড়া অ্যাসিড দিন। দোকানদার সেটাও দিয়ে দিচ্ছেন। কেউ আইডি চাইছেন না।দীপিকার টিমের লোকজন যাঁরা মেকানিক বা প্লাম্বার সেজে দোকানে গিয়েছে, তারা দোকানদারকে এমনটাও বলছে যে, ''ওই অ্যাসিড দিন, যাতে হাত-পা জ্বলে যায়।'' দোকানদারও সেইরকম অ্যাসিড বের করে দিচ্ছেন। এই বিষয়টা দেখে রীতিমত হতবাক অভিনেত্রী। মোট ২৪ বোতল অ্যাসিড কিনেছে দীপিকার টিম। ভিডিওতে তিনি এই বার্তাই দিয়েছে যে অ্যাসিড অ্যাটাক বন্ধ করতে সবার আগে অ্যাসিড বিক্রি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।শেষে তিনি দেখিয়েছেন যে অ্যাসিড বিক্রির ক্ষেত্রে কোন কোনও নিয়ম মানা উচিত। ১. যে অ্যাসিড কিনছে তার বয়স ১৮ বছর হওয়া উচিত, ২. ক্রেতাকে আইডি প্রুফ দিতে হবে। ৩. ক্রেতাকে অ্যাড্রেস প্রুফ দিতে হবে। ৪. অ্যাসিড বিক্রেতার লাইসেন্স থাকা প্রয়োজন।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের স্টেট কমিটির মিটিংয়ে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

দেশ বিরোধী মন্তব্য : বিহার থেকে গ্রেফতার শাহিনবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা শারজিল ইমাম

নয়াদিল্লি, ২৬ জানুয়ারি (হি.স.) : গ্রেফতার শাহিনবাগ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা শারজিল ইমাম ঊ মঙ্গলবার তাকে বিহার থেকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ঊ তার বিরুদ্ধে দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে আগেই দেশদ্রোহীতার মামলা করেছিল পুলিশ ঊ দেশ বিরোধী মন্তব্য করার জন্য জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পড়ুয়া শারজিল ইমারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইনে মামলা দায়ের করেছিল দিল্লি পুলিশ। দিল্লির শাহিনবাগে সংশোধিত নাগরিক আইন (সিএএ) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলনের অন্যতম মূল উদ্যোক্তা শারজিলের একটি ভিডিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়। সেখানে তাঁকে ভারত থেকে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার ডাক দিতে শোনা গিয়েছে। এরপর শারজিলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে একাধিক রাজ্য প্রশাসন। শনিবার, আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের পড়ুয়া শারজিলের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ রোধ আইন(ইউএপিএ) ধারায় মামলা দায়ের করে অসম পুলিশ। মামলা দায়ের করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশও। তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার মামলা শুরু করে তার হদিস পেতে তল্লাশি শুরু করেছিল দিল্লি পুলিশ ঊ রবিবার রাতেই বিহারের জেহনাবাদে কাকো থানা এলাকায় তার বাড়িতে অভিযান চালায় জেহনাবাদ পুলিশ। সে সময় সারজিল বাড়িতে ছিলেন না। সারজিলকে না পেয়ে তাঁর পরিবারের দুই সদস্য এবং তাদের গাড়ি চালককে জেরার জন্য তুলে নিযে যায় পুলিশ। যদিও পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় ।তবে তল্লাশি অব্যাহত ছিল ঊ মঙ্গলবার সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ ঊ এদিন বিহারের জাহানাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয় জেএনইউর এই গবেষক ছাত্র শারজিল ইমামকে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে, সেখানে শারজিলকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমাদের যদি ৫ লক্ষ সংগঠিত কর্মী থাকে, তাহলে আমরা অন্তত একমাসের জন্য উত্তর-পূর্বকে বাকি দেশ থেকে আলাদা করে দিতে পারি। আমরা একটা রাস্তা একমাস ধরে আটকে দিয়েছি, ওরা সরাতে পারছে না। এটা আমাদের দায়িত্ব অসমকে দেশ থেকে আলাদা করা। তবেই ওরা আমাদের কথা শুনবে।'

এখানেই থেমে থাকেননি শারজিল। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে তাঁকে আরও বলতে শোনা গিয়েছে, 'আপনারা জানেন অসমীয়া মুসলিমদের সাথে কী হচ্ছে? সেখানে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) কার্যকর হয়েছে। ওদের ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে। আর ৬-৮ মাসের মধ্যে হয়ত জানতে পারব, সেখানে সব বাঙালিদের -- তা সে হিন্দু হোক বা মুসলিম-- হত্যা করা হয়েছে। আমরা যদি অসমকে সাহায্য করতে চাই, তাহলে অসমগামী রুট বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে ভারতীয় সেনা সেখান দিয়ে কোনও রসদ না নিয়ে যেতে পারে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিয়োর ভিত্তিতেই তার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার অভিযোগ এনে একাধিক মামলা হয় ঊ

সিএএ-এর বিরুদ্ধে লাগাতার বেশ কয়েকটি হিন্দি ও ইংরেজি সংবাদপত্রে লিখে যাওয়া শারজিলকে নিয়ে অতীতেও বারবার বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষিত হওয়ার পরে সংবিধান পুড়িয়ে দেওয়ার কথা শোনা যায় তাঁর মুখে। সম্প্রতি তাঁর এই ভিডিওটি সামনে আসায় নড়েচড়ে বসেছে শাসকশিবিরও।

বড়ো শান্তিচুক্তির বলে অসমে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হল, সুরক্ষিত হল ভৌগলিক অখণ্ডতা, দাবি মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর চার গোষ্ঠী-সহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীয় কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি সম্পাদনকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন অসমের মন্ত্রী তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এই চুক্তির ফলে অসমে শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি হল, সুরক্ষিত হল ভৌগলিক অখণ্ডতা। গতকাল নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উপস্থিতিতে পৃথক বড়োল্যান্ডের দাবির ভিত্তিতে প্রায় ৩৬ বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের যবনিকা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকালে দিশপুরে জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা সোমবার অনুষ্ঠিত বড়ো শান্তিচুক্তি সম্পর্কে এ ভাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন।

বড়ো চুক্তি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে বড়ো আন্দোলনের ইতিহাস এবং এর শান্তি-সমাধানেরও নানা কথা শুনিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি বলেন, ৯০-এর দশকে পৃথক বড়ো রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠলে সব মিলিয়ে প্রায় ৪,০০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। পূর্ববর্তী চুক্তিগুলোতে বড়ো আন্দোলনকারীদের অনেক গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেনি। ফলে সমস্যারও এতদিন সমাধান হয়নি। তবে গতকাল যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, এতে প্রত্যেক আন্দোলনকারীর শীর্ষ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। এতে এই চুক্তির প্রতি গোটা বড়ো সমাজের যে সমর্থন রয়েছে তা প্রতিফলিত হয়েছে, মনে করেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, এই প্রথম বড়ো আন্দোলনকারীরা অসমের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করে বড়োল্যান্ডের শান্তি-সম্প্রীতি ও প্রগতির জন্য শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। কেননা, আগেকার দুই চুক্তিতে অসমের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এক চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল। এখন এই চুক্তির বলে অসমের অখণ্ডতা বজায় রেখে শান্তি-সম্প্রীতি ফিরে আসবে বলে দাবি করেছেন মন্ত্রী।

ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্ত ও গঠনমূলক পদক্ষেপের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অসমের জনসাধারণ চিরদিন স্মরণ করবেন, বলেছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। পাশাপাশি এই শান্তি চুক্তির জন্য সমগ্র অসমবাসীর পক্ষ থেকে তিনি বড়ো আন্দোলনকারীদেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান, আগামী ৩০ জানুয়ারি বড়োল্যান্ডের উগ্রপন্থী সংগঠন এনডিএফবি-র সব গোষ্ঠীর ১,৫৫০ জন সক্রিয় সদস্য আত্মসমর্পণ করে মূল স্রোতে ফিরে আসবে। ওদালগুড়ি অথবা গুয়াহাটিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছে এনডিএফবি-র চার গোষ্ঠীর সব ক্যাডার অস্ত্র সংবরণ করবে, জানান মন্ত্রী ড় শর্মা। ঐতিহাসিক এই শান্তি চুক্তি উপলক্ষ্যে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে অসম সরকারের আমন্ত্রণে অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

নেডা-র আহ্বায়ক তথা অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সাংবাদিকদের জানান, সোমবার সম্পাদিত চুক্তিতে জনজাতিদের ভূমির অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়া বিটিসি-র আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৬০ করা হয়েছে। সংবিধানের ১২৫ নম্বর অনুচ্ছেদের সংশোধন করে বড়োল্যান্ডকে এই সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বড়োভূমির ক্ষেত্র সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বিষয়ে ভাবনা—চিন্তা হবে। তবে বড়ো সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় এমন গ্রামগুলিকে নতুন বিটিআর এলাকা থেকে কর্তন করা হবে।

তিনি জানান, বড়ো আন্দোলনে নিহতদের নিকটাত্মীয়দের পাঁচ লক্ষ করে অর্থ সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শান্তিচুক্তি অনুযায়ী, বিটিআর এলাকায় উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের নামে হবে নতুন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অসমে বড়ো ভাষা হবে সহযোগী সরকারি ভাষা, গঠন হবে নতুন ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়, তামুলপুরে স্থাপিত হবে ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড মেডিক্যাল কলেজ, নির্মাণ করা হবে ট্রেনের কামরা তৈরির কারখানা।

গোবরডাঙ্গায় জাল ভোটার কার্ড বানানোর অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

গোবরডাঙ্গা, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গায় জাল ভোটার কার্ড বানানোর অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার বারাসাত আদালতে তোলা হয়। চাঁদপুর নেতাজি পল্লীর বাসিন্দা সুবো বিশ্বাস জাল ভোটার আইডি কার্ড বানানোর অভিযোগে মসলন্দপুর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার বারাসাত আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর দীর্ঘদিন ধরে জাল ভোটার কার্ড বানানোর কাজ করতো অভিযুক্ত শুভ বিশ্বাস। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আটক করে শুভ বিশ্বাসকে। অভিযুক্তর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একাধিক জাল ভোটার আইডি কার্ড। ও আই কার্ড বানানোর একাধিক মেশিন পত্র। সোমবার মসলন্দপুর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার ধৃত অভিযুক্ত শুভ বিশ্বাসকে বারাসাত আদালতে পাঠানো হয়।

দিল্লিতে সবকটি আসন পাবে আপ, দাবি বিশালের

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে ৭০টি আসনের মধ্যে ৭০টিতেই জয়লাভ করবে আম আদমি পার্টি বলে মঙ্গলবার দাবি করেছেন জনপ্রিয় সুরকার বিশাল দাদলানি। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দিল্লির উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেছেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রকাশ জভরেকর।

এদিন দিল্লির রমেশ নগর বিধানসভা কেন্দ্রে আম আদমি পার্টির হয়ে প্রচার চালিয়েছেন বিশাল দাদলানি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, ২০১৫ সালে তিন আসন কম ছিল। এবার সব ৭০টি আসনেই জয়লাভ করবে আম আদমি পার্টি। বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বিজেপি নেতিবাচক প্রচার চালাচ্ছে। বিদ্যুত, পানীয় জল, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। স্বাধীন ভারতের পর এত উন্নয়ন কোনও সরকার করেনি।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, দিল্লিতে রাজ্য সরকারে না থাকলেও কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার কারণে দিল্লিতে একাধিক উন্নয়নমুখী কর্মসূচি নিয়েছে কেন্দ্র। উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচন দিল্লিতে। তার আগে জোর কদমে চলছে প্রচার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হতাশায় ভুগছেন, দাবি বিজেপি রাজ্য সভাপতির

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি, (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হতাশায় ভুগছেন বলে দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষঊ

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী সহ বেশ কিছু শিল্পীর সঙ্গে কলকাতায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ছবি আঁকেনঊ কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এর প্রতিক্রিয়ায় দিলীপবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অনেকদিন বাদে ছবি আঁকার সুযোগ পেয়েছেনঊ কাজ না থাকলে মানুষের গান গাওয়া, ছবি আঁকা এসবের প্রবণতা বেড়ে যায়ঊ মুখ্যমন্ত্রী এখন হতাশায় ভুগছেনঊ

দিলীপবাবু বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী এখন দেখছেন একাঊ অন্য রাজ্যের বিজেপি বিরোধী নেতারা তাঁর সঙ্গে থাকতে চাইছেন নাঊ ২৫ জনকে নিয়ে এসে কলকাতায় ছবি আঁকছেনঊ'' এদিনের তৃণমূলের সমাবেশে হওয়াই চটির ওপর এনআরসি, সিএএ, এনপিআর-বিরোধী প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে দিলীপবাবু বলেন, নানা সমাবেশে অভিনবত্ব আনতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়ঊ যাদবপুরের পড়ুয়ারা আন্দোলন দেখাতে গিয়ে কিছু অভিনবত্ব দেখিয়েছেনঊ জানিনা এই জন্যই হয়তো হওয়াই চটি এ দিন বেছে নেওয়া হয়েছেঊ এসবই প্রচারের আলোয় আসার চেষ্টাঊ

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সবাইকে নিয়ে আলোচনায় আমরাও বসতে রাজিঊ কিন্তু তার আগে সিএএ প্রত্যাহার করতে হবেঊ এক সাংবাদিক এর প্রেক্ষিতে পতিক্রিয়া জানতে চাইলে দিলীপবাবু বলেন, 'কোনও আইন আসার আগে লোকসভা ও রাজ্যসভায় তা পেশ হয়ঊ তাতে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা বলার সুযোগ পানঊ সিএএ-র ক্ষেত্রেও তা হয়েছেঊ এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো আন্তর্জাতিক স্তরে চলে গিয়েছেনঊ উনি ইউএন ও পর্যন্ত চলে গিয়েছেনঊ লোকসভা, রাজ্যসভাতে সন্তুষ্ট ননঊ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তো প্রথমেই এ সম্পর্কে আলোচনা খারিজ করে দিয়েছিলেনঊ আলোচনা তো হওয়া উচিতঊ কিন্তু শর্ত দিয়ে হয় না

মেদিনীপুর শহর থেকে অস্ত্র সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি

মেদিনীপুর, ২৮ শে জানুয়ারি (হি. স.) : খোদ মেদিনীপুর শহর থেকে অস্ত্র সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি ।ধৃতের নাম অনিল কুমার সিনহা, তার বাড়ি বীরভূমে ।তার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে ১টি বন্দুক, ১টি ভোজালি ও ১২রাউন্ড কার্তুজ। জানা যায়, তিনি বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের এক কর্মী ।মঙ্গলবার সকালে মেদিনীপুর শহরের বটতলাচক থেকে অস্ত্র সহ তাকে গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ।পুলিশ সূত্রে খবর এক আইনজীবীকে খুন করার জন্যই তিনি এসেছিলেন। এই আইনজীবি তার স্ত্রীর হয়ে ডিভোর্সের মামলা লড়ছিলেন বলে জানা যায়।

দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত ২২টি ট্যাবলোর মধ্যে প্রথম অসম

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : গত ২৬ জানুয়ারি নয়াদিল্লির রাজঘাটে আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অসমের ট্যাবলো সর্বশ্রেষ্ঠ তথা প্রথম স্থান দখল করেছে। আজ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এই পুরস্কার তুলে দেবেন অসম কর্তৃপক্ষের হাতে। এদিকে অসমকে সর্বশ্রেষ্ঠত্বের কৃতিত্ব এনে দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট কারিগরদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে দেশের কেন্দ্রশাসিত এলাকা-সহ ১৬টি রাজ্য এবং ছয়টি মন্ত্রালয় ও বিভাগের মোট ২২টি ট্যাবলো দিল্লির রাজপথে তাদের কৃষ্টি-কলা প্রদর্শন করেছিল। এগুলির মধ্যে বিচারকদের কাছে অসমের ট্যাবলো প্রথম স্থান অধিকার করেছে। গতকাল সোমবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয় এ কথা ঘোষণা করেছিল। ঘোষণা অনুযায়ী যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশ লাভ করেছে তৃতীয় স্থান।

উল্লেখ্য, এবার অসমের ট্যাবলোয় ছিল বাঁশ-বেতের কারুকার্য এবং ঢোল-পেঁপা (শিঙা), ভোর তাল নৃত্য, জনজাতীয় তাঁরশিল্প ও সত্রীয়া সংস্কৃতি। জানা গেছে, আজ নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং স্থানাধিকারী রাজ্যগুলিকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কারগুলি তুলে দেবেন।

দিল্লির পরিবহণ নিয়ে কেজরি সরকারকে কটাক্ষ নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজধানী দিল্লির বাসযাত্রীদের নিত্য দুর্ভোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নিন্দায় সরব বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। মুখ্যমন্ত্রী গোটা দিল্লিজুড়ে নতুন পাঁচ হাজার বাস চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু সেই সংখ্যাটা তো বাড়েইনি উল্টে এখন দিল্লিতে এক হাজারের বেশি বাস কম চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার জগত প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, বাসযাত্রীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছেন কেজরিওয়াল সরকার। দিল্লি পরিবহণ নিগমের জন্য পাঁচ হাজার বাসের প্রতিশ্রুতি দিয়েও গত পাঁচ বছরে দিল্লিতে উল্টে এক হাজার বাস কম চলছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ দিয়েছিল ১১ হাজার বাস কেনার। কিন্তু আপ সরকারের এই বিষয়ে কোনও হেলদোল ছিল না। দিল্লিতে কেজরিওয়াল সরকার গঠন হওয়ার আগে গোটা দিল্লিতে ৪৭০৫ বাস চলত। ২০১৯ সালে সেই সংখ্যাটা নেমে দাঁড়িয়েছে ৩৭৮১।

উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লির স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ একাধিক ক্ষেত্রে দিল্লি সরকারের ব্যর্থতার ছবিই তুলে ধরছে বিজেপি। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন।

প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি নীতীশের

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। অমিত শাহের কথায় প্রশান্ত কিশোরকে জেডিইউ-তে নিয়েছি বলে দাবি করলেন তিনি।

মঙ্গলবার নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, 'কেউ চিঠি বা ট্যুইট করতেই পারে। যে যতক্ষণ ইচ্ছা দলে থাকতেই পারে। ইচ্ছা থাকলে চলে যেতেও পারে। অমিত শাহের কথাতেই তাঁকে(প্রশান্ত কিশোর) দলে নেওয়া হয়েছিল।' উল্লেখ করা যেতে পারে নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন নিয়ে দলীয় নীতির সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে প্রশান্ত কিশোর। প্রকাশ্যে এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। এই নিয়ে নীতিশের সঙ্গে তাঁর দূরত্বও বাড়তে থাকে। জেডিইউতে যোগ দেওয়ার বিজেপির নির্বাচনী কৌশলকারী হিসেবেও কাজ করেছিল। ২০১৪ সালে বিজেপির বিপুল জয়ের পেছনে প্রধান কারিগড় ছিলেন তিনি।

ভারতে থাবা বসায়নি করোনাভাইরাস, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি করোনাভাইরাসঊ তাই আতঙ্কিত হওয়ার কিছুই নেইঊ দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধনঊ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনাভাইরাস এখনও ভারতে আসেনি, তাই ভয় পাওয়ার কিছুই নেইঊ আমরা সমস্ত ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিঊ সমস্ত হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করতে বলা হয়েছে, আমরা একটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করেছিঊ

ভারতীয়দের চিন থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, চিন থেকে ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য চিনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি আমরাঊ দেশে ফিরে আসার পর দু'সপ্তাহের জন্য তাঁদের আলাদা রাখা হবে, প্রয়োজনীয় চিকিতা সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবেঊ এদিনই করোনাভাইরাস-এর প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধনঊ

বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এদিনই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, চিন সরকারের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখছে আমাদের সরকারঊ একটি বিমান পাঠিয়ে উহান শহর থেকে ভারতীয়দের, অধিকাংশই পড়ুয়া তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছেঊ এদিকে, করোনাভাইরাস সংক্রমণ সন্দেহে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ২০টি নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল পুণে-র ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজিতেঊ সমস্ত নমুনাই পরীক্ষায় ফেল করেছে, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এমনই জানানো হয়েছে

ধর্মের নামে ঘৃণার রাজনীতিকে ভালোবাসি না ধরনা মঞ্চ থেকে মমতা

কলকাতা,২৮ জানুয়ারি (হি.স.): উনিশ দিনে পরল ধর্মতলায় তৃণমূলের এনআরসি,সিএএ- র প্রতিবাদে ধরনা ঊ উনিশতম দিনে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের ধরনা মঞ্চে পৌছালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ঊ ধরনা মঞ্চ থেকে ঘৃণার রাজনীতি চাই না বলে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী ঊ ধরনামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা ভাগাভাগি মানব না ঊ অন্যায় আবদার মানব না ঊ উগ্রপন্থা মানবনা ঊ ধর্মের নামে ঘৃণার রাজনীতিকে আমরা ভালোবাসি না ঊ আমার ভালবাসি ভালবাসা দিয়ে যে ধর্ম কে জয় করা যায় ঊ হিন্দু ধর্ম সবর্জনীন বিশ্বজনীন ঊ স্বামী বিনেকানন্দ নিজে সব ধর্মকে এক করেছিলেন ঊ রামকৃষ্ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল, মাতঙ্গিনী হাজরা সবার ভাষা এক ঊ আমরা জামাকাপড় পরিবর্তন করলেও আমাদের মিষ্টি ভাষা অক্ষুন্ন থাকবে ঊএটাই আমাদের বাংলা ঊ এটাই আমদের বাংলার মাটি''ঊ উল্লেখ্য,নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, এনআরসি-র প্রতিবাদে ৯ জানুয়ারি থেকে রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে ধরনায় বসেছে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন

ভ্যানের সাথে প্রিজন ভ্যানের সংঘর্ষ, আহত ৭

ডায়মন্ড হারবার, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : ভ্যানের সাথে প্রিজন ভ্যানের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন সাত জন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আসামি ও রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবারের চন্ডিপুর এলাকায় ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে।

এদিন, ডায়মন্ড হারবার সংশোধানাগার থেকে কাকদ্বীপ কোর্টে আসামি নিয়ে যাওয়ার সময় ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় পুলিশের প্রিজন ভ্যানের। চন্ডিপুরের কাছে ভ্যানে করে সরস্বতী পুজোর জন্য ঠাকুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময় ডায়মন্ড হারবার সংশোধানাগার থেকে পুলিশ ভ্যান ওই ঠাকুর বোঝাই ভ্যানের পিছনে ধাক্কা মারে তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এই ঘটনায় আসামিসহ ৭জন আহত হয়েছে। স্থানীয় মানুষরা প্রথমে এসে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। সবাইকে ডায়মন্ডহারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে, এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। এই ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

শাহিনবাগ নিয়ে কেজরিকে কটাক্ষ নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির শাহিনবাগ আন্দোলনে নিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। তোষণের রাজনীতির ফলেই দিল্লির পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার নিজের ট্যুইটবার্তায় জগত প্রকাশ নাড্ডা লেখেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের তোষণের রাজনীতির জন্য দিল্লি এখন জ্বলছে। আম আদমি পার্টির দুই নেতা মণীষ শিশোদিয়া এবং সঞ্জয় সিং যে এই শাহিনবাগ আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন তারও উল্লেখ করেছেন তিনি। শার্জিল ইমামের সঙ্গে আম আদমির অপর নেতা আমাতুল্লা খানও যে রয়েছেন, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে জোর কদমে চলছে প্রচারের কাজ।

এবার তুলির টানে এনআরসি, সিএএ,এনপিআর- র প্রতিবাদ মমতার

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল, স্লোগানের পর এবার তুলির টানে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জির প্রতিবাদ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ছবি এঁকে সিএএ, এনআরসি ও এনপিআরের প্রতিবাদ করেন তিনি। এদিন তার পাশাপাশি ছবি আঁকতে দেখা যায় শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ও রাজ্যসভার সাংসদ তথা শিল্পী যোগেন চৌধুরীকেও।

এদিন তুলির টানে এনপিআর, এনআরসি এবং সিএএ-র প্রতিবাদ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রাণের টানে, রঙের টানে, তুলির টানে প্রতিবাদ করতে এসেছি। আমাদের সবার একটাই কথা মানুষে মানুষে বিভাজন করার আইন চলবে না। নো ক্যা, নো এনআরসি, নো এনপিআর।' এর আগে বহুবার প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে এই নয়া আইনের প্রতিবাদ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এবার শৈল্পিকভাবে নতুন পন্থা অবলম্বন করে এই আইনের প্রতিবাদ করলেন তিনি।

মেয়ের মুখের আদল এঁকে তাঁর ডান চোখে লিখলেন "এন"। বাম চোখে লিখলেন "ও"। তার কপালে লেখা সিএএ এবং চিবুকের কাছে বড় বড় গোল্লা একে সেখানে বাঁদিকে লেখা এনপিআর এবং ডান দিকে এনআরসি। এদিন ছবি এঁকে মমতা জানান, 'অন্যায় আবদার বিচ্ছিন্নতাবাদ মানবো না। আমরা একসাথে থাকতে ভালোবাসি। বিভিন্নভাবে এই আন্দোলন জারি রাখতে হবে। কখনও মিছিল কখনও মিটিং কখনও গান আবার কখনও ছবি এঁকে। মনে রাখবেন রাস্তাতেই আমাদের থাকতে হবেঊ কারণ এই রাস্তাই আমাদের আগামী দিন রাস্তা দেখাবে'।

রেলমন্ত্রকের থেকে ২০০ কোটি টাকা পেলেই ২০২২-এ চালু হবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী দুই বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই হুগলি নদীর তলা দিয়ে ছুটবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোঊ এমনটাই জানাচ্ছেন কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানস সরকার ঊ রেলমন্ত্রকের থেকে ২০০ কোটি টাকার পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা ঊ তা পেলেই কাজ শেষ হবে শহরবাসীর স্বপ্নের ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোরঊ

প্রাথমিক ভাবে ১৪ কিলোমিটার পথের জন্য ৪৯০০ কোটি টাকা খরচের খতিয়ান দিয়েছিল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষঊ কিন্তু জমি পেতে দেরী হওয়ায় সেই খরচ বেড়ে ১৭ কিলোমিটার পথের জন্য ৮৬০০ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে ঊ জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি থেকে পাওয়া ৪১.৬ বিলিয়ন টাকার ঋণের ফলে প্রকল্পের ৪৮.৫ শতাংশ খরচ মিটেছে সেই টাকায়।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো চালু হলে ৪০ শতাংশ শহরবাসীই এই পথ ব্যবহার করবেন বলে আশাবাদী মানসবাবুঊ ফলে যানজটও অনেকাংশে এড়ানো যাবে বলেই তাঁর মতঊ হাওড়া ব্রিজ ফেরি করে পার হতে মিনিট কুড়ি লাগে। বাসে দশ মিনিট লাগে কম করে। এখানে এক মিনিটেরও কম সময় ৫২০ মিটারের জলের তলার টানেল পেরিয়ে যাবে মেট্রো। রেলমন্ত্রক ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের যৌথ মালিকানায় তৈরী হচ্ছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো।

কারাগারে

● প্রথম পাতার পর

এক পুলিশ কর্মী তার হাতে এক হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে বাড়িতে চলে যেতে এবং বুধবার সকাল ১০ টায় এসে মৃতদেহ নিয়ে যেতে বলে।

এধরনের কার্যকলাপে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন শোকাহত স্ত্রী শিখা রাণী বিশ্বাস। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে মৃত সঞ্জীবের স্ত্রী শিখা রাণী বিশ্বাস জানান, তার স্বামী পেশায় একজন গাড়ি চালক । ৭ মাস আগে কতিপয় যুবকের সঙ্গে মারামারি করার দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সংশোধনাগারে নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে তাকে দেখে রাখার কথা নিরাপত্তা কর্মীদের। কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে কিভাবে এই ঘটনা ঘটল সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। অভাগিনি স্ত্রী তার স্বামীকে জীবন্ত অবস্থায় ফেরত চান। কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যুর ঘটনায় বিশালগড় থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ পুলিশ। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক কর্মকর্তা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

নক্ষত্র

● প্রথম পাতার পর

বিজেপির জন্য ভোট চাইবেন, জানান তিনি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় পরিস্থিতির পরিবর্তনের অন্যতম কাণ্ডারি বিজেপি। মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিতেই তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও দিল্লি নির্বাচনের প্রচারে অংশ নেবেন। তবে, তাঁর প্রচারসূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এদিকে, বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ জানিয়েছেন, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন ৮ ফেব্রুয়ারি। স্বাভাবিকভাবে ৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে সরব প্রচার সমাপ্ত হয়ে যাবে। ওই সময় পর্যন্ত তিনি দিল্লিতে অবস্থান করবেন এবং বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। তাঁর কথায়, দক্ষিণ দিল্লি সংসদীয় ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে। অন্তত, ১০ থেকে ১২টি প্রচার সভায় অংশ নেবেন বলে আপাতত স্থির হয়েছে। তবে, আগামী দিনে প্রচারসভা বাড়তেও পারে, এখনই তিনি নিশ্চিতভাবে সে-বিষয়ে বলতে পারছেন না, জানান সুদীপবাবু।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

ডেরা থেকে আটক করে।আগামিকাল তাকে ধর্মনগর সিজেএম আদালতে সোপর্দ করা হবে,এবং নেশার ট্যাবলেটগুলোকে ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য আগরতলার বিশেষ ল্যাবে প্রেরণ করা হবে।এদিবকে পুলিশি জেরায় ধৃত মাদক পাচারকারি যুবকটি জানায় যে নেশার ট্যাবলেটগুলো সে মিজোরাম রাজ্য থেকে সংগ্রহ করেছে।এবং এগুলো ত্রিপুরার আগরতলা হয়ে বাংলাদেশে পাচারের কথা ছিল।এদিকে হাইলাকান্দির যুবক নেশা সামগ্রী সহ ত্রিপুরায় আটক হওয়াতে স্থানীয় সচেতন মহলে নানা প্রশ্ন চিহ্ন বিরাজ করছে।বিভিন্ন মহলের কথায় বার বার বরাক উপত্যকার নেশা কারবারিরা ত্রিপুরায় গিয়ে ধরা পড়লেও স্থানীয় প্রশাসন ভাত ঘুমে।এতে স্বাভাবিক ভাবে অসম ত্রিপুরা রাজ্য সীমান্তের পাথারকান্দি পুলিশ চোরাইবাড়ি পুলিশ বারইগ্রাম জিআরপিএফ চাঁন্দখিরা পুলিশ ও কাঁঠালতলি পুলিশের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

শুরু হয় গৃহবধূ বর্ণালীর উপর নির্যাতন। এর মাঝেই তাদের কোলে এক কন্যা সন্তান আসে। এরপর থেকে স্বামী গৌতম তার স্ত্রীর উপর মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতনের পরিমাণ বাড়াতে থাকে। জানা যায়, স্বামী গৌতম চক্রবর্তী প্রতিনিয়তই মদ্যপান ও জুয়া খেলাতে মজে থাকতো।

গৌতম এসপিও এর চাকুরি করত। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান ও জুয়া খেলাতে আকৃষ্ট হওয়ায় সে চাকুরির খাতায় অনুপস্থিত বছর খানেক ধরে। এদিকে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে গৃহবধূটি তার কন্যা সন্তানকে নিয়ে তৈদু থেকে গামাইবাড়ির বাবার বাড়িতে চলে আসে। স্বামীর নির্যাতন থেকে বাঁচতে গৃহবধূটি রাজ্য মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল। স্বামী গৌতম চক্রবর্তী মদমত্ত অবস্থায় গামাইবাড়িতে শ্বশুর কুমার চক্রবর্তীর বাড়িতে এবং রাস্তায় ফের বর্ণালীকে মারধর করে বলে অভিযোগ। গৌতমের স্ত্রী বর্ণালী গৌতমকে কঠোর শাস্তি দাবি করেছে। গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলাদেশে জুতোর দোকানে বিধ্বংসী আগুন, অকাল-মৃত্যু ৫ জনের

ঢাকা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলায় জুতোর দোকানে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ৫ জনঊ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মৌলভীবাজার শহরের এম সাইফুর রহমান রোডে অবস্থিত 'পিঙ্কি' নামক জুতের দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ দমকল কর্মীদের দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি ৫ জনকেঊ আগুনের লেলিহান শিখায় দোকানটিও পুড়ে গিয়েছেঊ অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের নাম-দোকানের মালিক সুভাষ রায় (৬৫), তাঁর মেয়ে প্রিয়া রায় (১৯), সুভাষ রায়ের ভাই মনা রায় (৫৪), তাঁর স্ত্রী দিপ্তী রায় (৪৮), সুভাষ রায়ের শ্যালক সজল রায়ের স্ত্রী দীপা রায় ও মেয়ে বৈশাখী রায় (৩)ঊ গুরুতর জখম হয়েছেন সুভাষ রায়ের আরও এক ভাইঊ
এম সাইফুর রহমান রোডে অবস্থিত 'পিঙ্কি' নামক জুতের দোকানের উপরে সুভাষ রায়ের পরিবারের সদস্যরা থাকতেনঊ গত ২২ জানুয়ারি সুভাষ রায়ের মেয়ে পিঙ্কির বিয়ে হয়ঊ মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়িতে অতিথিরা এসেছিলেনঊ থেকে গিয়েছিলেন ১২ জনঊ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ জুতোর দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ঊ সবাই তখনও ঘুমিয়ে ছিলেনঊ আগুন এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে বাড়ি থেকে বেরোতে পারেননি তাঁরাঊ ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আগুনে দগ্ধ হয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে

৭৩ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত দক্ষিণী অভিনেত্রী জামিলা মালিক

তিরুবনন্তপুরম, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী জামিলা মালিক। মঙ্গলবার সকালে কেরলের তিরুবনন্তপুরমে মৃত্যু হয় বছর ৭৩-এর এই অভিনেত্রীর। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বয়সজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। প্রয়াত হয়েছেন মঙ্গলবার সকালে। মালায়ালাম, তামিল, তেলেগু ভাষার ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন অভিনেত্রী জামিলা মালিক। পাশাপাশি বহু টিভি সিরিয়ালেও নিয়মিত অভিনয় করেছিলেন তিনি।
প্রেম নাজির এবং আদূর ভাসীর মতো কিংবদন্তি শিল্পীদের সঙ্গে একই ছবিতে কাজ করেছিলেন। কেরলের প্রথম মহিলা হিসেবে পুণের ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক হন। ১৯৭৩ সালে মালায়ালম ছবি রেগিং দিয়ে চলচ্চিত্র দুনিয়ায় প্রবেশ জামিলার। পদ্মাপূরম, আধ্যত্মক কথা, রাজাহামসাম, লহরী মতো ছবিতে মনে রাখার মতো অভিনয় করেছিলেন তিনি। নব্বইয়ের দশকে দূরদর্শনের ধারাবাহিকগুলিতে নিয়মিত ছিলেন। একটা সময় কাজ না পেয়ে হোস্টেল মেট্রন এবং স্কুল শিক্ষিকার কাজ করতেন। উপন্যাস এবং রেডিওর জন্য নাটকও লিখেছিলেন তিনি। ডাবিং শিল্পী হিসেবেও নিজের ছাপ রেখে গিয়েছেন।

বকেয়া না মেলায় বন্ধ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজ

কলকাতা,২৮ জানুয়ারি (হি.স.): মিলছে না বকেয়া টাকা ঊ বন্ধ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজঊ মাসের পর মাস বকেয়া টাকা না পেয়ে ঠিকাদারি সংস্থা কাজ বন্ধ রাখায় অর্ধেক হয়ে রয়েছে কাজ ঊ যার জেরে চলতে ফিরতে হোচট খাচ্ছে যাত্রীরা ঊ
শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম অনেকটাই নীচু ঊ নিয়ম অনুযায়ী, লাইন থেকে প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা কমপক্ষে ৮৪০ মিমি হওয়া প্রয়োজন ঊ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় একাধিক প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা সেখানে ৪৫৫ মিমি ঊ কোথাও ৫০০ মিমি , ৫৫০ মিমি ঊ তাই ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার সিদ্ধান্ত নেয় শিয়ালদহ ডিভিশনের আধিকারিকরা ঊ সেই মতো ডাকা হয় টেন্ডারও ঊ কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে বকেয়া পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলেছেন ঠিকাদারি সংস্থা ঊ তাদের দাবি সেপ্টেম্বরের পর থেকে কোনও টাকা পাননি তারা ঊ বারবার বকেয়া মেটানোর কথা জানানো হলেও লাভ হয়নি ঊ বাধ্য কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা ঊ বকেয়া টাকা মিললে তবেই আবার শুরু হবে কাজ ঊ
এদিকে অর্ধেক হয়ে কাজ বন্ধ হওয়ায় চলতে ফিরতে হোচট খাচ্ছে যাত্রীরা

দিল বিশ্বভারতী

তিনের পাতার পর

খুব অল্প ভোটের মাধ্যমে। ২৯৩ জন লোক সংবিধান সভায় বসে সংবিধান বানিয়েছিলেন। তৎকালীন কাগজ যদি দেখ, অনেকেই অপছন্দ করেছিলেন। আজকে সেটাই আমাদের কাছে হয়ে গেল "বেদ"। প্রস্তাবনা হয়ে গেল বেদ। যদি আমরা অপছন্দ করি। আমরাই, যারা আমরা ভোটার, সংসদ তৈরী করি, আমরা পরিবর্তন করবো। কিন্তু পরিবর্তনের পদ্ধতি মানেই এই নয় যে উত্তাল, গালিগালাজ করতে হবে।'

কটাক্ষ গিরিরাজের

তিনের পাতার পর

মঙ্গলবার গিরিরাজ সিং জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে। রেজর(ক্ষুর) বা সেলুন বন্ধ করা হয়নি। এরা প্রত্যেকেই টুকড়ে টুকড়ে গ্যাংয়ের সদস্য। এরা গণতন্ত্রকে রসিকতায় পরিণত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে গিরিরাজ বলেন, ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বারেবারে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদে পাশ হওয়া আইনকে কার্যকর করতে অস্বীকার করেছেন তিনি।
উল্লেখ করা যেতে পারে, ৪ আগস্ট থেকে বাবা ফারুক আবদুল্লা সঙ্গে গৃহবন্দী রয়েছেন ওমর আবদুল্লা। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত গৃহবন্দীই রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের

তিনের পাতার পর

অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রামপুরহাটে জরুরী ভিত্তিতে ট্রেন থামিয়ে তাকে নামানো হয়। পরে রামপুরহাট স্টেশনে রেলের ডাক্তার দেখে মৃত ঘোষণা করে।পরে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাকে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়।।

প্রকাশের বড় দাদা রাজেশ কুমার বসাক বলেন, "শারীরিক পরীক্ষার জন্য সোমবার রাত্রে কিষাণগঞ্জ ষ্টেশনে ডাউন দার্জিলিং মেল ধরে কোলকাতা আসছিলাম ভাই এর রুটিন চেকাপ এর জন্য। মালদা ষ্টেশন ছাড়ার পরই ভাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যায। ট্রেনে চিকিৎসক না থাকায় ভাইয়ের চিকিৎসা করানো যায়নি। কোচের টিটি কে কাকুতি মিনতি করলে ও তিনি জানিয়ে দেন বোলপুর ষ্টেশনে ট্রেন থামলে চিকিৎসক ডেকে চিকিৎসা করানো হবে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেল। '

দাদা রাজেশের দাবি, ট্রেনে চিকিৎসক থাকলে ভাইয়ের প্রাথমিক চিকিৎসা টুকু হত। কিন্তু সেই সুযোগ পাওয়া গেল না।রেল দীর্ঘ পথে আগে কোথাও কোন স্টেশনে ডাক্তার দেখালে হয়ত ভাই বেঁচে যেত।' রামপুরহাট জিআরপি আই সি গৌতম মুখোপাধ্যায় বলেন, জরুরি ভিত্তিতে ট্রেন থামিয়ে ঐ রোগী কে নামানো হয়। রামপুরহাট স্টেশনে রেলের ডাক্তার তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। উনি অসুস্থ ছিলেন গাড়িতেই মারা গেছেন। আমরা ময়না তদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছি।

দেশভাগের পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে বিরোধীরা, অভিযোগ গিরিরাজের

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে দেশজোড়া বিক্ষোভের বিরুদ্ধে সরব হলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। ১৯৪৭ সালের মত পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি রাজধানীর বুকে শাহিনবাগ আন্দোলনের পেছনে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি এবং টুকরে টুকরে গ্যাং রয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর অভিযোগ।
কেরল, পঞ্জাব, রাজস্থানের পর চর্তুথ রাজ্য হিসেবে সিএএ বিরোধী প্রস্তাব পাশ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলগুলিকে কটাক্ষ করে গিরিরাজ সিং বলেন, সংসদে পাশ হওয়া আইন যদি রাজ্যগুলি কার্যকর করতে না চায়, তবে গণতান্ত্রিক সঙ্কট দেখা দেবে। কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং টুকরে টুকরে গ্যাং দেশের সংবিধানকে রসিকতায় পরিণত করেছে। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শাহিনবাগ আন্দোলনকে ব্যবহার করছে কংগ্রেস, তৃণমূল, আম আদমি পার্টির মত দলগুলি।
বিরোধীরা দেশভাগ করতে চাই বলে অভিযোগ তুলে গিরিরাজ সিং বলেন, সিএএ-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে দেশজুড়ে ১৯৪৭ সালের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। মুসলিম লিগের পৃথক রাষ্ট্রের দাবি পূরণের জন্য পাকিস্তান তৈরি করা হয়েছিল।
বিচ্ছিন্নকামী শক্তি টুকরে টুকরে গ্যাংকে মদত দিয়ে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এমন অভিযোগ তুলে গিরিরাজের দাবি টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের পেছনে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। কানহাইয়া কুমার এবং উমর খালিদদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কেজরিওয়াল।

লাইসেন্স বিতরণ

আটের পাতার পর

তাদেরকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ট্রেড লাইসেন্স করার পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। ব্যবসাবাণিজ্যের পাশাপাশি মোহনপুর বাজারকে পরিচ্ছন্ন রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহকুমা শাসক প্রসঙ্গে বলেন পুর পরিষদ হল স্থানীয় সরকার। তাদের একটা আয়ের উৎস রয়েছে। ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমে পুর পরিষদের আয় বৃদ্ধি পায়। সেজন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে নিয়মনীতি মেনে ট্রেড লাইসেন্স করতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী

আটের পাতার পর

দেশের বিজ্ঞানীরা এখানে এসেছেন, হাজার হাজার কৃষক বন্ধু এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা জড়ো হয়েছেনঊ আগামী তিন দিন আপনারা সকলে গোটা বিশ্বের আহার এবং পুষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবেনঊ এই সম্মেলনের প্রধান বিষয় হল এই যে-এখানে আলু সম্মেলন, এগ্রো এক্সপ্রো এবং আলু ক্ষেত্র-তিনটি বিষয় একইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছেঊ এই সম্মেলনে প্রায় ৬ হাজার কৃষক ফিল্ড ডে-র অংশ হিসেবে কৃষিজমিতে যাবেনঊ যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়ঊ
কৃষক স্বার্থে গৃহীত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক কাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় যাতে দ্বিগুণ হয় সেই লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছেঊ কৃষকদের প্রচেষ্টা এবং সরকারের নীতির ফলেই, কৃষকদের ফসল এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী উতাদনে ভারত বিশ্বের শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে রয়েছেঊ প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত ক্ষেত্রকে উন্নীত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেঊ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছেঊ
প্রধানমন্ত্রীর কথায়, চলতি মাসের শুরুতেই, এক সঙ্গে ৬ কোটি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১২ হাজার কোটি টাকা পাঠিয়ে রেকর্ড তৈরি করা হয়েছেঊ কৃষি প্রযুক্তি ভিত্তিক স্টার্ট আপগুলি প্রচারের ক্ষেত্রেও জোর দিয়েছে সরকারঊ যাতে স্মার্ট ও নির্ভুল কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় কৃষকদের ডাটাবেস এবং এগ্রি স্ট্যাকের ব্যবহার করা যায়ঊ পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে প্রতিটি নতুন প্রযুক্তি কীভাবে আরও ভালভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে আপনাদের পরামর্শ এবং সমাধানগুলি গুরুত্বপূর্ণ হবেঊ
সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি, বিজ্ঞানী এবং কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীতে কেউ যাতে ক্ষুধার্ত এবং অপুষ্টির শিকার না হন, এই দায়িত্বও আপনাদের সকলের কাঁধেঊ প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছেন, আগামী তিন দিন সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে বলেই মনে করছিঊ প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, দিল্লি বাইরে আলু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা খুবই ভালঊ আলু উতাদনের ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় রাজ্য হল গুজরাট, তাই গুজরাটে আলু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে

খান কামাল

তিনের পাতার পর

প্রয়োজনে টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মন্ত্রী বলেন, সীমান্ত রা তথা চোরাচালান প্রতিরোধে সীমান্তে ৬৯৭টি বিওপি নির্মাণ করা হয়েছে। বিওপিগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে নজরদারি বাড়ানোর লয এ পর্যন্ত ১২৮টি বর্ডার সেন্টি পোস্ট (বিএসপি) তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় জনসচেতনতা বাড়ানোর লয বিজিবি প্রতি নিয়মিত কাজ করছে।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। শুধু তাই নয় এই শিল্পের বিকাশে পর্যটন ক্ষেত্রগুলিতে হেলিকপ্টার পরিষেবা, মোবাইল সংযোগ নেই এমন জায়গায় সেলুলার পরিষেবা সহ রোপওয়ে চালু করা, রিসোর্ট তৈরি করা ইত্যাদি উদ্যোগও গ্রহণ করা হবে বলে জানান মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তেমনিভাবে কলকাতা বিমানবন্দর সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রের হোর্ডিং লাগানো হবে। বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি করে পর্যটক আনতে আখাউড়া সীমান্ত এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আখাউড়া স্টেশনেও এই ধরনের হোর্ডিং লাগানো হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার ইকো ট্যুরিজম, এডভেঞ্চার ট্যুরিজম, স্পিরিচ্যুয়াল ট্যুরিজম এইসব ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করছে। ইতিমধ্যেই ৮৭জন ট্যুরিস্ট গাইড নিযুক্ত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এক পরিসংখ্যান দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০১৭-১৮ সালে রাজ্যে দেশি এবং বিদেশি পর্যটক এসেছেন ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৮৮ জন। ১৮-১৯ অর্থবছরে ৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৭৯ জন এবছর এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ২০২ জন। তবে যেহেতু রাজ্যের পর্যটনের মরশুম রয়ে গেছে তাই এই সংখ্যাটা ছয় লক্ষের বেশি হবে বলে তিনি আশাবাদী। জাতীয় ক্ষেত্রে পর্যটকের পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে তিনি জানান, গতবছর ভারতে বিদেশি পর্যটক আসে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ। এর থেকে আয় হয় ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮২৯ কোটি। তিনি আরো জানান, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পর্যটক যায় ফ্রান্সে। বছরে সেখানে গতবছরের পর্যটকের সংখ্যা ৮ কোটি ৬৯ লক্ষ। এর পর স্পেন।

সেখানে গতবছরের পর্যটকের সংখ্যা ছিলো ৮ কোটি ১৯ লক্ষ। এরপর আমেরিকা। সেখানে ছিলো ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ। ভারতে বিদেশি পর্যটকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসে বাংলাদেশ থেকে। বছরে গড়ে ২২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৭৫ জন বাংলাদেশি পর্যটক ভারতে আসেন। তেমনি দেশের অভ্যন্তরে সবচেয়ে বেশি পর্যটক আসে তামিলনাডুতে। গতবছর সেখানে ৩৮ কোটি ৫৯ লক্ষ ৯ হাজার ৩১৪ জন পর্যটক আসে। এরপর উত্তরপ্রদেশ। সেখানে গতবছর পর্যটক মাসে ২৮ কোটির বেশি। এরপরেই কর্ণাটক। সেখানে গতবছর ২১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬ হাজার ৪৫৬ জন পর্যটক আসে বলেও পরিসংখ্যান উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তবে বিদেশিরা দেশে আসার পর সবচেয়ে বেশি যায় তামিলনাড়ুতে। গতবছর সেখানে যায় ৬০ লক্ষ ৭৪ হাজারের বেশি। এরপর মহারাষ্ট্র। সেখানে যায় ৫০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫১৪ জন। এরপর উত্তরপ্রদেশ। সেখানে যায় ৩৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৭২ জন।

এল ত্রিপুরা পেনশনার্স এসো'র সভা আয়োজিত

আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ।। এল ত্রিপুরা পেনশনার্স এসো'র এক সভা সোমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এসো'র সভাপতি শান্তি রঞ্জন দেবনাথ। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস। তাছাড়া অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পেশনার্দের বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়েও সভায় আলোচনা হয়েছে।

পাথারকান্দি কালিবাড়িতে সম্পন্ন ১৬ প্রহর মহানামজ্ঞ, মন্দির উন্নয়নে ৪০ লক্ষ টাকা ঘোষণা বিধায়কের

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রচুর ভক্ত সমাগমের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার পাথারকান্দি টাউন কালীবাড়িতে ১৬ প্রহর মহানাম যজ্ঞের সমাপন ঘটেছে। এদিন সকালে নগর পরিক্রমা, দধিভঞ্জন ও মোহান্ত বিদায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে হরিনাম সংকীর্তনের।
বিশ্বমঙ্গল কামনায় ষোল প্রহরব্যাপী হরিনাম মহাসংকীর্তনে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। গত শনিবার সন্ধ্যায় শুভ অধিবাসের মাধ্যমে শুরু হয় এই হরিনাম মহাসংকীর্তন। রবি ও সোমবার বিরামহীন নাম সংকীর্তনের পাশাপাশি দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজার হাজার ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সোমবার শেষ দিনের সন্ধ্যায় সংকীর্তনে যোগ দিয়ে কীর্তনিয়াদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। তিনি পাথারকান্দি টাউন কালীবাড়ির উন্নয়নের জন্য প্রথম দফায় কুড়ি লক্ষ এবং পরবর্তীতে কুড়ি লক্ষ মোট ৪০ টাকার আর্থিক অনুদানের কথা এদিন ঘোষণা করেছেন।
ত্রিদিবসীয় মহানাম যজ্ঞে কলকাতার রাধারানি সম্প্রদায়, উত্তর ত্রিপুরার সদর ধর্মনগরের মাধনী সম্প্রদায়, করিমগঞ্জের গৌরগোপাল সম্প্রদায়, নিলামবাজারে শ্রীগুরু সম্প্রদায় এবং পাথারকান্দির কৃষ্ণকানাই সম্প্রদায়ের মতো খ্যাতনামা কীর্তনিয়া দল নাগাড়ে বিভিন্ন রাগ ও সুরে হরিনাম সংকীর্তন পরিবেশন করে ভক্তদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ সহযোগে গোটা শহর জুড়ে নগর পরিক্রমা করেন ভক্ত ও উদ্যোক্তারা। এর পর মন্দিরে অনুষ্ঠানস্থলে এসে বিধি মতো দধিভাণ্ড ভঞ্জন ও মোহান্ত বিদায়ের মধ্য দিয়ে টাউন কালীবাড়ি পরিচালন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ষোল প্রহর মহা হরিনাম সংকীর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলার সাজা ঘোষণা পিছল, ফের শুনানি ৪ ফেব্রুয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলার সাজা ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবার, ২৮ জানুয়ারিঊ কিন্তু, দিল্লির সাকেত আদালতের সংশ্লিষ্ট বিচারপতি এদিন ছুটিতে রয়েছেনঊ তাই পিছিয়ে দেওয়া হল মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলার সাজা ঘোষণার দিনঊ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারিঊ সম্ভবত ওই দিনই সাজা ঘোষণা করতে পারে দিল্লির সাকেত আদালতঊ ২০১৮ সালে প্রকাশ্যে আসে বিহারের মুজফফরপুরের 'সেবা প্রকল্প এবং বিকাশ সমিতি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত শেল্টার হোমের ঘটনাঊ ওই শেল্টার হোমে চটুল গানের সঙ্গে নাচতে বাধ্য করা হত নাবালিকাদেরঊ মাদক খাইয়ে ধর্ষণও করা হতঊ কয়েকজন নাবালিকাকে গর্ভপাত করতেও বাধ্য করা হয়েছিলঊ অভিযুক্ত হিসেবে নাম উঠে আসে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারই প্রধান ঠাকুরেরঊ গত ২০ জানুয়ারি অভিযুক্ত ২০ জনের মধ্যে ১৯ জনকে দোষীসাব্যস্ত করেছিল দিল্লির আদালতঊ সাজা ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল ২৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবারঊ কিন্তু, দিল্লির সাকেত আদালতের সংশ্লিষ্ট বিচারপতি এদিন ছুটিতে রয়েছেনঊ তাই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে মুজফফরপুর শেল্টার হোম মামলার সাজা ঘোষণার দিনঊ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি

হিড়িক

● প্রথম পাতার পর

বিপুল ভোটে জয়ী করার লক্ষ্যেই নতুন নতুন মানুষ জন দলের পতাকা তলে শামিল হচ্ছেন। এখনও যারা দলে শামিল হননি তাদেরকেও শামিল হওয়ার জন্য সাদর আহ্বান জানিয়েছেন দলের সভাপতি।

তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটে মঙ্গলবার আইপিএফটির অপর এক সভায় বিজেপি, সিপিআইএম এবং কংগ্রেস ছেড়ে ৫৩৬ পরিবারের ৩৩০০ ভোটার আইপিএফটি দলে যোগদান করেছেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি রাজ্য সম্পাদক তথা উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক সিন্ধুচরণ জমাতিয়া, আইপিএফটির জেলা সম্পাদক সুনীল দেববর্মা, দলের সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা প্রমুখ। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদের দলে বরণ করে নেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, আইপিএফটি দল ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। আসন্ন এডিসি নির্বাচনে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। নবাগতদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানোর পাশপাশি অন্যান্যদেরকেও দলের পতাকা তলে শামি হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের অন্যত্র স্থানেও আইপিএফটি এ ধরনের সভা সমাবেশ সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দলকে শক্তিশালী করতেই এ ধরনের উদ্যোগ।

অনেকের

● প্রথম পাতার পর

বর্ণনা দিয়েছেন ডা. দাস। তিনি বলেন, কঠিন পরিস্থিতি খুব সহজে মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখতেন ডা. দত্ত। সে-কথা অকপটে স্বীকার করে ডা. সুরজিৎ বলেন, সময়ানুবর্তিতা ডা. দত্তের জীবনে প্রাধান্য ছিল। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন রোগীর চিকিৎসায় একমিনিট দেরি করা মোটেও উচিত নয়। তাই তিনি সময়ের আগেই হাসপাতালে পৌঁছে যেতেন। শুধু তা-ই নয়, নিজের চোখে দেখেছেন, রাত জেগে দিনের পর দিন জটিল রোগীর চিকিৎসা করেছেন প্রয়াত স্যার। ডা. দাস বলেন, সেবামূলক মানসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ডা. রথীন দত্ত।

ডা. দাসের কথায়, তৎকালীন সময়ে উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো ছাড়া বহু জটিল রোগের চিকিৎসা করে খ্যাতির দৃষ্টান্ত রয়েছে ডা. রথীন দত্তের। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় একটানা ৭২ ঘণ্টা হাসপাতালে অবস্থান করে রোগীর চিকিৎসা করেছেন তিনি। শত শত রোগী তাঁর চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন। তেমনি এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ডা. দাস জানিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় জনৈক বাংলাদেশি মহিলার চিকিৎসা করেছিলেন প্রয়াত ডা. দত্ত। তাঁর গোপনাঙ্গে মারাত্মক আঘাত লেগেছিল। ডা. দত্তের চিকিৎসায় ওই মহিলা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকারের সম্মাননা গ্রহণ করতে গেলে ওই মহিলা সশরীরে অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। মহিলাটি তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়েছিলেন। আজ স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখের সংসার করতে পারছেন তাঁর দৌলতে। ডা. সুরজিৎ বলেন, এ-তো নেহাত কম, এ ধরনের হাজারো ঘটনার কাণ্ডারি ছিলেন ডা. রথীন দত্ত। ত্রিপুরার চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, বিশ্বাস করেন প্রয়াতের সহকর্মী ডা. দাস।

খেলা

এখনও ফাঁকাই পড়ে আছে টিমবাসের কোনার সিটটা, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চাহাল

তিনি কবে অবসর নেবেন তা এখনও কারোর জানা নেই। ভারতীয় জার্সিতে কবে আবার তাকে দেখা যাবে তা নিয়েও স্পষ্টভাবে কিছু বলা মুশকিল। অনেক বিশেষজ্ঞর মতে ভারতীয় ক্রিকেট টিম ধোনিকে ছাড়া চলতে শিখে গেছে। তাই এবার তরুণ উইকেটকিপারদের সময় দেওয়া উচিত বেশি করে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই এই ধরনার সাথে কম বেশি একমত। এহেন ধোনিকে নিয়ে আরও একবার জল্পনা উসকে দিলেন ভারতীয় লেগস্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল।ঘটনাটি ঘটে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার জন্য অকল্যান্ড থেকে হ্যামিল্টন যাওয়ার সময় টিম বাসে। চাহাল তার নিজস্ব ইউ-টিউব চ্যানেলের পরবর্তী এপিসোডের জন্য ভিডিও বানানোর সময় একটি খালি সিট দেখিয়ে মন্তব্য করেন, এই সিটটিতে একজন কিংবদন্তি বসতেন, যার জন্য এখনও সিটটি খালি রাখা হয়েছে। চাহাল আরো বলেন দলের প্রত্যেক সদস্য এখনও তাদের মাহিভাই কে একইরকম ভালোবাসেন এবং তার অভাব অনুভব করেন।প্রসঙ্গত, ধোনিকে এই মাসেই বিসিসিআই তাদের এ-গ্রেড চুক্তি তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলেছে। যা তার অবসর জল্পনাকে আরো উসকে দিয়েছে। ২০১৯ বিশ্বকাপের পর থেকেই ক্রিকেট থেকে সরে রয়েছেন মাহি। ২০১৯ এর শেষ দিকের কোনো ওয়ান ডে কিংবা টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাকে অংশ নিতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি তিনি তার নিজের শহর রাঁচিতে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন দেখা গেছে। কিন্তু তবু ঠিক কবে তিনি ভারতীয় দলে ফিরবেন বা আদেও ফিরতে পারবেন কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। ফলে এই বছরে অস্ট্রেলিয়ায় হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধোনি কে দেখার সম্ভাবনা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।এদিকে হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে সুবিধাজনক অবস্থায় ভারত। প্রথম এবং দ্বিতীয় ম্যাচ যথাক্রমে ছয় এবং সাত উইকেটে জিতেছে তারা। দুর্ধর্ষ ফর্মে রয়েছেন স্ট্যান্ড-বাই উইকেটকিপার কে এল রাহুল। প্রথম ম্যাচে ব্যাটসম্যানরা দাপট দেখিয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ে প্রধান ভূমিকা ছিল বোলারদের। কিন্তু পরপর দুটি ম্যাচ হেরে একেবারেই স্বস্তিতে নেই নিউজিল্যান্ড। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জিতে সিরিজে লড়াইয়ে ফিরতে মরিয়া তারা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চিরতরে শেষ হল লিয়েন্ডার অধ্যায়

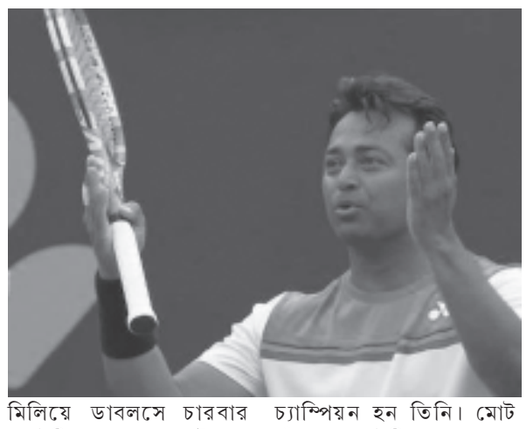

মোলবোর্ন: কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালের স্মৃতিবিজড়িত মেলবোর্ন পার্ককে আবেগঘন বিদায় জানালেন লিয়েন্ডার পেজ। বছরের শুরুতেই ৪৬ বছর বয়সি লিয়েন্ডার জানিয়েছিলেন, পেশাদার টেনিসে এটাই তাঁর শেষ মরশুম। বেছে বেছে কয়েকটা টুর্নামেন্ট খেলে তিনি চিরতরে তুলে রাখবেন ব্যাকেট। সেই মতো অস্ট্রেলিয়ান চলতি ওপেনে অভিযান শেষ হতেই নিশ্চিত হয়ে যায় যে, মোলবোর্নের কোর্টে তাঁর লড়াই শেষ হল চিরতরে।মেনস ডাবলস খেলেননি। ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে লাটভিয়ার জেলেনা ওস্তাপেঙ্কোরে সঙ্গে নিয়ে নেমেছিলেন মিক্সড ডাবলসে। প্রথম রাউন্ডে জিতে প্রি-কোয়ার্টারে জায়গা করে নিলেও শেষ ষোলোয় থেমে গেল লি-ওস্তাপেঙ্কোর লড়াই। ব্রিটেনের জেমি মারে ও আমেরিকার বেথানি মাটেক স্যান্ডস জুটির কাছে স্ট্রেট সেটে হেরে যান লিয়েন্ডাররা।১ ঘণ্টা ৭ মিনিট কোর্টে কাটিয়ে লি-ওস্তাপেঙ্কো হার মানেন ২-৬, ৫-৭ সেটে।প্রথম সেটে লিয়েন্ডারদের বেশ কয়েকটা ভুলের সুযোগ নিয়ে মারে-মাটেক আধিপত্য দেখান। তবে দ্বিতীয় সেটে একসময় প্রতিপক্ষের সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে যায় লি-ওস্তাপেঙ্কো। যদিও লিড ধরে রাখতে পারেননি তাঁরা। ৫-৪ গেমে এগিয়ে থাকা অবস্থায় নিজেদের সার্ভিস ধরে রাখলেই যেখানে সেট জিততে পারতেন ইন্দো-লাটভিয়ান জুটি, সেখানে প্রতিপক্ষকে পর পর ব্রেক পয়েন্ট উপহার দিয়ে সেট তথা ম্যাচ হেরে বসেন লিয়েন্ডাররা।১৯৯৯ সালে মহেশ ভূপতিকে নিয়ে অস্ট্রলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন লিয়েন্ডার। সেটিই ছিল কোনও মেজর টুর্নামেন্ট লিয়েন্ডারের খেতাবি ম্যাচ। যদিও ভারতীয় জুটিকে ফাইনালে হারতে হয়েছিল সেবার। সব মিলিয়ে ডাবলসে চারবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে ওঠেন লিয়েন্ডার। ২০১২ সালে একবারই তিনি ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৯৯, ২০০৬ ও ২০১১ সালে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় লিয়েন্ডারকে।যদিও লিয়েন্ডার প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হন ২০০৩ সালে। মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাকে সঙ্গে নিয়ে সেবার মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। মোট পাঁচবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে ওঠেন লিয়েন্ডার। চ্যাম্পিয়ন হন তিনবার। ২০০৩ ছাড়াও ২০১০ ও ২০১৫ সালে যথাক্রমে কারা ব্ল্যাক ও মার্টিনা হিঙ্গিসের সঙ্গে জুটি বেঁধে অজি ওপেনের মিক্সড ডাবলস জেতেন ভারতীয় তারকা। বর্ণোজ্জ্বল সেই অধ্যায়ে যবনিকা পড়ল মঙ্গলবার।

সৌরভ জানালেন তার এই নতুন দলের টেন্ডুলকার , দ্রাভিড , কুম্বলে কে ?

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে অন্যতম সেরা ক্যাপ্টেন ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। তিনি তার নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটে। তিনি মনেদ্র সিংহ ধোনির মতো নিজের আবেগ লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন না। বরং বলা চলে যে , জেতার পরে আবেগ প্রবনই হয়ে পরতেন সৌরভ। খেলা জীবনের শেষেও হার মেনে নেন নি তিনি , তাই প্রায়সই ই দেখা যেত তাকে মাঠে , বক্তা হিসেবে। কেবল ক্যাপ্টেন হিসেবেই নয় , তার সততা এবং কথার ভঙ্গি তাকে ক্রিকেটের অন্যতম কণ্ঠ হিসবে প্রতিষ্ঠা করেছে।বলা বাহুল্য যে তার ক্যাপ্টেন জীবনের মত একই ভাবে তার সভাপতি জিবন ও ততটাই ফলপ্রসু হয়েছে।আগের অক্টোবর মাসে বি.সি.সি.আই এর সভাপতি হওয়ার পর ও তিনি সম্পূর্ন প্রদান করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটকে। বহু সেরা এবং প্রধান সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই তিনি নিয়েছেন , যার মধ্যে প্রায় প্রতিটার সফলতাই চোখে পরে। যেভাবেই তিনি একজন খেলোয়ার হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে নতুন পর্যায় নিয়ে যেতে সাথায্য করেছেন সেভাবেই কিছু পরিক্ষিত বিজয়ী খেলোয়ার তাকে সাহায্য করেছে। তার ক্যপ্টেন থাকা কালিন ভারতীয় দলের স্তম্ভ ছিলেন সচীন টেন্ডুল্কার , অনীল কুম্বলে, রাহুল দ্রাভিড এবং তিনি নিজে। তাই তার ক্যাপ্টেন জীবন এবং সভাপতি জীবনের মধ্যে তুলনা হওয়াটা স্বাভাবিক।তিন মাস সভাপতি হিসেবে অতিক্রমের পরে তাকে প্রশ্ন করা হয় যে তার নতুন বি.সি.সি.আই দলের সচীন, দ্রাভিড এবং কুম্বলে কে? এর সাথেই আবার একটি অসাধারন উত্তরের মাধ্যমে তিনি জিতে নেন সবার মন , তিনি বলেন -' সবাই, জয় আছে, অরুন আছে, আমরা এক সাথেই কাজ করি। তাই কে টেন্ডুলকার, কে দ্রাভিড বলা কঠিন। আমরা ভালো বন্ধু সবাই। অরুনের নিজের স্কুল আছে, জয় নিজের ব্যবসা সামলায় ' ।তিনি আরও বলেন যে -' আমরা সবাই এক লাইনেই ভাবি , আমাদের সবারই প্রধান লক্ষ্য শেষ তিন বছরের সমস্ত ভুল ত্রুটি সংশোধন। কিছু পরিবর্তন এই তিন মাসে ঘটেছে , এবং আমরা এভাবেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা দল হিসেবে মাঠে যেমন ভালো খেলছি সেভাবেই মাঠের বাইরে থেকেও ভালো খেলার চেষ্টা করবো'।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজে শেষবারের মতো হার্দিক পান্ড্যকে ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখা গিয়েছিল। তারপর চোট সমস্যার জন্য বেশ কয়েক মাস ক্রিকেট থেকে দূরে তিনি। সম্প্রতি বান্ধবীর সঙ্গে বিদেশের মাটিতে দেখা গেছে তাকে। কিন্তু কবে আবার তাকে ভারতীয় দলে খেলতে দেখা যাবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। হার্দিকের পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ভারতীয় নির্বাচক সহ তার ভক্তগন।নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে তাকে ভারতীয় দলের সঙ্গে পাঠাতে চেয়েছিলেন নির্বাচকরা কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট ফিটনেস টেস্টে পাশ করতে না পারায় তা হয়ে উঠেনি। কিন্তু তাকে কি নিউজিল্যান্ড সফরের টেস্ট সিরিজের জন্য দলে পাওয়া যাবে? এই প্রশ্ন এখন ভারতীয় ক্রিকেট অলিন্দে ঘোরাফেরা করছে। গতকাল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উত্তরের পর তা আর মনে হচ্ছে না।সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এব্যাপারে জানিয়েছেন, 'হার্দিক ফিট নয়, সে এখনও ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিতসা নিচ্ছেন। পুরোপুরি সেরে উঠতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। তাই এই মুহূর্তে হার্দিকের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার কোন সম্ভাবনাই নেই।' ২১ শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্ট ম্যাচের সিরিজ। এই সিরিজে হার্দিককে কি দলে পাওয়া যাবে? দল ঘোষণা হওয়ার আগে কি তিনি চূড়ান্ত ফিট হয়ে উঠতে পারবেন? সেটাই এখন বড়ো প্রশ্ন।

ধোনিকে রাখা হলো না বিসিসিআইয়ের সেন্ট্রাল কন্ট্র্যাক্টে

এই বছর ঋদ্ধিমান সাহা আর কেএল রাহুল নিজের প্রমোশন পেতে সফল হয়েছেন।বিষ্যুদবার বারবেলায় বোমার মতো খবরটা এসে পড়ল ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের মাথায়। বিসিসিআইয়ের নতুন বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। যেখানে গত বছরও বোর্ডের এ গ্রেডে ছিলেন ধোনি, সেখানে এবছরে চুক্তি থেকেই বাদ তিনি। হঠাত কী হল, যে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল বোর্ড ম্যানেজমেন্টকে। এর পিছনে কে? নতুন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কি হাত রয়েছে এর পিছনে? উঠছে অনেক প্রশ্ন। এই আলোচনা করতে গেলে অবশ্য পিছিয়ে যেতে হবে ১২ বছর আগে। ২০০৭ সালে টি ২০ বিশ্বকাপ জেতার পরেই একদিনের দলেরও অধিনায়ক করে দেওয়া হয় মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। তার আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে হওয়া বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগও টপকাতে পারেনি রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। হারতে হয়েছে বাংলাদেশের কাছে। অথচ সেই দলে শচীন, দ্রাবিড়ের সঙ্গে ছিলেন কামব্যাক করা সৌরভও। ধোনি অধিনায়ক হতেই দলে অনেক বদল হল। বলা ভাল নির্বাচকদের সঙ্গে রীতিমতো তর্ক করে এই বদল করলেন তিনি। কী রকম? ধোনি অধিনায়ক হওয়ার পরেই স্পষ্ট জানালেন, ভারতীয় দলে তিনজন ক্রিকেটারকে তিনি চান না। কারা এই ক্রিকেটার? সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড় ও অনিল কুম্বলে। কারণ হিসেবে ধোনি বলেন, একজন ব্যাটসম্যান কোনওদিন রান পাবেন, কোনওদিন পাবেন না। একজন বোলার কোনওদিন উইকেট পাবেন, কোনওদিন পাবেন না। কিন্তু একজন ভাল ফিল্ডার প্রতি ম্যাচে দলের জন্য রান বাঁচাবেন। আর এই তিন ক্রিকেটারের ফিটনেস দলে সমস্যা করছে। হাতে থাকা ম্যাচ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই তাঁদের তিনি দলে চান না। জাতীয় নির্বাচকরা রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ধোনির এই কথায়। তারপরের ছবিটা সবার জানা। ২০০৭ সালেই শেষবারের মতো নীল জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন সৌরভ ও কুম্বলে। দ্রাবিড় আরও চার বছর খেলে ২০১১ সালে অবসর নেন। সৌরভের অপসারণের পর কিন্তু বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীরা গর্জে উঠেছিলেন ধোনির বিরুদ্ধে। তাঁদের প্রিয় দাদার অপসারণের পিছনে ধোনিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁরা। কাটটু ২০১৯ সাল। ইংল্যান্ড। ওল্ড ট্র্যাফোর্ড। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হারতে বসা ভারতীয় দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন ধোনি ও রবীন্দ্র জাদেজা। কিন্তু জাদেজা আউট হয়ে গেলেন মোক্ষম সময়ে। সব দায়িত্ব গিয়ে পড়ল মাহির কাঁধে। ধোনি একটা করে রান নিচ্ছেন আর মাঠে গর্জন উঠছে "ধো-নি, ধো-নি।" হাফসেঞ্চুরি করার পর দর্শকরা এমন হাততালি দিলেন মনে হল ভারত বুঝি বিশ্বকাপ পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরেই অদ্ভুত সমাপতন।

ডিপ ফাইন লেগে একটা বল মেরে দু"রান নিতে গিয়েছিলেন ধোনি। কিন্তু তাঁর ব্যাট ক্রিজে পৌঁছনোর আগেই মার্টিন গাপটিলের থ্রো ধরে উইকেটে লাগিয়ে দেন কিউয়ি কিপার হেনরি নিকোলস। আউট হতেই শ্মশানের স্তব্ধতা ভারতীয় সমর্থকদের মধ্যে। মাথা নিচু করে মাঠ ছেড়েছিলেন মাহি। তারপর থেকে আর ক্রিকেটের বাইশ গজে দেখা যায়নি তাঁকে।ধোনি ফের খেলবেন, কি খেলবেন না, তা নিয়ে জল্পনা চলছে বেশ কয়েক মাস ধরে। তিনি নিজে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কখনও সেনাবাহিনীতে সময় কাটিয়েছেন, তো কখনও পরিবারের সঙ্গে। কিন্তু ব্যাট ধরেননি। বোর্ডের তরফেও এক এক সময় এক এক মন্তব্য করা হয়েছে। কখনও কোচ রবি শাস্ত্রী বলেছেন, আইপিএলে ধোনির পারফরপম্যান্স দেখে টি ২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করা হবে।

"পান্টার" বলে ডাকা শুরু করেন ওয়ার্ন, জানালেন পন্টিং

সিডনি: অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং ক্রিকেটমহলে "পান্টার" নামে পরিচিত। তাঁকে এই নামেই ডাকেন সতীর্থরা।

তবে এই নামের উতস কী, সেটা এতদিন জানা যায়নি। এবার সেই রহস্য ফাঁস করলেন পন্টিং। টুইটারে এক ক্রিকেটপ্রেমীর প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, "১৯৯০ সালে ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে থাকার সময় আমাদের প্রতি মাসে ৪০ ডলার করে দেওয়া হত। আমি সেই অর্থ পেয়ে কুকুরের দৌড়ে বাজি ধরতে যেতাম। সেই কারণেই শেন ওয়ার্ন আমার এই ডাকনাম দেয়।"অস্ট্রেলিয়ায় "পান্ট" শব্দের অর্থ হল ঘোড়া বা কুকুরের দৌড়ে বাজি ধরা। পন্টিং বরাবরই গ্রেহাউন্ড রেসিংয়ের বিষয়ে উতসাহী। এটি ক্রিকেটের পাশাপাশি তাঁর অন্যতম পছন্দের বিষয়। সেই কারণেই তাঁর নাম হয়ে গিয়েছে "পান্টার"।আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর পন্টিং। এই দলের হয়েই খেলেন ঋষভ পন্থ। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়লেও, এই তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের প্রশংসা করে পন্টিং বলেছেন, "তরুণ ঋষভ পন্থ অত্যন্ত প্রতিভাবান। আইপিএল-এর সময় ফের ওর সঙ্গে কাজ করব। আমি নিশ্চিত, ও শীঘ্রই ভারতীয় দলে ফিরবে।"কিছুদিন আগে পন্টিং বলেছিলেন, ভারতের মাটিতে একদিনের সিরিজ ২-১ ফলে জিতবে অস্ট্রেলিয়া। তাঁর এই মন্তব্য ব্যুমেরাং হয়ে গিয়েছে। প্রথম ম্যাচে হারলেও, পরের দু"টি ম্যাচই জিতে সিরিজ ২-১ ফলে জিতেছে ভারতীয় দল। এ বিষয়ে অবশ্য পন্টিংয়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ঋত্বিক রোশন তাঁর চরিত্রে অভিনয় করুন, চান স্বয়ং সৌরভ

বলিউড জগতের সঙ্গে খেলার দুনিয়ার বিশেষ করে ক্রিকেটের যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তা তো সকলেই জানে। তা সে বায়োপিকজনিতই হোক আর প্রণয়—বৈবাহিকই হোক। বক্সার মেরি কমের বায়োপিক 'মেরি কম', ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিক 'এমএস ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি' এবং ২০২০ সালে মুক্তি পেতে চলেছে ক্রিকের কপিল দেবের বায়োপিক '৮৩'— এই তালিকার পরে একজন বাঙালির মন কী চায় তা তো খুব স্পষ্ট! দাদার দাদাগিরির গপ্পো। বহুদিনের সেই অপেক্ষার পর আশার একটা আলো এল বলে। সম্প্রতি একটি টক শো—তে সৌরভ গাঙ্গুলিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর বায়োপিক হলে কোন অভিনেতাকে তাঁর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখতে চান।

NOTICE INVITING e-TENDER

The Department of Agricultre & Farmers Welfare invites an e-tender in two bid system (Technical & Financial) with item-wise through website https://tripuratenders.gov.in from Manufactures /Authorized Distribution/ Authorized Dealers with their offered rate for Supply and installation of Equimpments/Instruments for setting up of static soil testing laboratory at Khowai District, Tripura and bid will remain open for eligible bidders till 12/02/2020 upto 16.00 hrs.
Earnest Money deposit (EMD) and tender Fee (Non-refundable) has to be deposited through online mode, to SBI Bank A/C No. 38615064794, SIB IFSC CODE : SBIN0016355, the centralized account operated by Finance Department.
Bid (S) Shall be opened online by respective designated bid openers of the Department and the same shall be accessible by intendintg bidder through website https://tripuratenders.gov.in. for any enquiry, please contact by e-mail to sarstripura@gmail.com.

ICA/C-2324/2019-20

Sd/-
(Dr. P. B. Jamatia)
Joint Director of Agriculture (Research)
SARS, A.D. Nagar

টেস্ট ক্রিকেটের ১৪২ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার এই কাণ্ডটি ঘটিয়ে ফেলল ইংল্যান্ড

পোর্ট এলিজাবেথ: টেস্ট ক্রিকেটের ১৪২ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার একটি অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করল ইংল্যান্ড। প্রথম দল হিসেবে ঘরের বাইরে ৫০০ টেস্ট খেলার রেকর্ড করে ফেলল তারা।বৃহস্পতিবার সাউথ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথে আয়োজক দেশের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে জো রুটের ইংল্যান্ড। এটিই বিদেশের মাঠে তাদের ৫০০তম টেস্ট।এই ৫০০ টেস্টের মধ্যে ইংল্যান্ড জিতেছে ১৪৯টি টেস্টে, হেরেছে ১৮২ টি টেস্টে। বাইরের মাঠে খেলার নিরিখে এই রেকর্ডটি খুব একটা খারাপ নয়।এর মধ্যে সাউথ আফ্রিকার মাটিতেই ৮৩টা টেস্ট খেলে ফেলল তারা। এর মধ্যে তারা জিতেছে ৩১ টেস্ট এবং হেরেছে কুড়িটি টেস্ট। বাকি টেস্টগুলি অমীমাংসিত হয়েছে।উল্লেখ্য, সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের এই সিরিজটি বেশ জমে উঠেছে। দুটি টেস্টে এখনও পর্যন্ত দুই দলই একটা করে ম্যাচ জিতেছে। বর্তমান টেস্টটি ছাড়াও সিরিজে আরও একটি টেস্ট হবে।সিরিজটি দুই দলের কাছেই চ্যালেঞ্জ। সাম্প্রতিক অতীতের খারাপ পারফরম্যান্সগুলি পেছনে ফেলে রেখে নতুন ভাবে জয়ের সরণিতে ফিরতে চাইছে দুই দলই।

বন্ধুরা তাঁকে "পান্ডা" বলত, ৩০০ করার পর খোলামেলা সরফরাজ

আইপিএল-এ অভিষেক বিরাট কোহলির দলের হয়ে। দলে ছিল একগাদা সুপারস্টার। তার মধ্যেও নিজের জাত চেনাতে বেশি সময় নেয়নি বছর ১৯-এর সরফরাজ। নিজেকে করে তুলেছিলেন ব্যাঙ্গালোরের মিডল-অর্ডারের অপরিহার্য অঙ্গ। ২০১৬ তে আরসিবি ফাইনালেও উঠে। কিন্তু সেই মরশুমের পর ফিটনেস ইস্যুতে দল থেকে ছেঁটে ফেলা হয় সরফরাজ কে।মাত্র ১৯ বছরেই ভারতীয় ক্রিকেটের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেন সরফরাজ। তবু কেরিয়ার যেন একটু থমকে ছিল। মুম্বাইতে জন্মালেও মাঝে উত্তরপ্রদেশের হয়ে রঞ্জি খেলছিলেন। সেখানেও বলার মতো উল্লেখযোগ্য কোনো পারফরম্যান্স ছিল না। ২০১৯ আইপিএলে তিনি মাঠে নেমেছিলেন কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হয়ে।

সেখানে বেশ কয়েকটি ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে আবার পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসেন। তবে অতি সম্প্রতি মুম্বাইয়ের হয়ে তার পারফরম্যান্স আবার নজর কেড়েছে সকলের। পুরোনো রঞ্জি দল উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে করা তার ত্রিশতরান দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে। সরফরাজ নিজেও জানিয়েছেন, ত্রিশতরান সবসময়ই স্পেশাল, তার আগে সচিন টেন্ডুলকার, সুনীল গাভাস্কারের মতো ব্যাটসম্যানরা মুম্বাইয়ের হয়ে এরকম পারফরম্যান্স করেছেন। তাদের সাথে এখন তাও নাম উচ্চারণ করায় একইসাথে খুশি এবং বিব্রত হয়ে উঠেন সরফরাজ। নিজেকে এত তাড়াতাড়ি ওতো বড় মাপের কিংবদন্তিদের তুলনা করতে নারাজ তিনি।তার শারীরিক গড়ন যে তার আরসিবি থেকে বাদ পরার কারণ তা জানেন সরফরাজ। তিনি জানিয়েছেন তার বন্ধুরাও তার শারীরিক গড়ন নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতো। তাকে মজা করে বন্ধুরা "পান্ডা" বলে ডাকতো সে কথাও জানিয়েছেন সরফরাজ। নিজের পারফরম্যান্স প্রসঙ্গে জানিয়েছেন খাওয়ার তালিকা বদলে এবং নিয়মিত পরিশ্রম করে এই সাফল্য এসেছে। তিনি এখন আগের চেয়ে অনেক ফিট সেটা জানাতেও ভোলেননি সরফরাজ। তিনি আরও বলেছেন, তিন বছর আগে আরসিবি থেকে বাদ পড়াটা মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু কারোর ওপর কোনো ক্ষোভ নেই তার। বিরাট কোহলি তাকে জানিয়েছিলেন তার ফিটনেসে ঘাটতির কথাটা। তারপর থেকে কঠিন পরিশ্রম করেছেন। মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। তার পরিশ্রমের ফলই এখন পারফরম্যান্স-এ দেখা যাচ্ছে। আরসিবি এর কথা আর মনে রাখতে চান না। এই বছর কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব তাকে রিটেন করেছে। তাদের হয়ে ভালো পারফরম্যান্স করাই এখন তার লক্ষ্য। তার আগে মুম্বাইয়ের হয়ে রঞ্জিতে নিজের সেরাটা দিতে চান সরফরাজ।

বিদেশেও ভাল খেলছে ভারত, মত টিম সাউদির

হ্যামিলটন: ন"য়ের দশকে ক্রিকেটমহলে একটা রসিকতা চালু ছিল। মহম্মদ আজহারউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল সম্পর্কে বলা হত, "দেশের মাটিতে বাঘ, বিদেশে বিড়াল।" সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিদেশে জেতা শুরু করে ভারত। এরপর মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এবং এখন বিরাট কোহলির নেতৃত্বে বিদেশের মাটিতে ভাল পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে ভারতীয় দল। নিউজিল্যান্ডের পেসার টিম সাউদিও এ কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, বিদেশের মাঠে ক্রমশঃ ভাল দল হয়ে উঠছে ভারত। চলতি টি-২০ সিরিজের পারফরম্যান্সেই সেটা স্পষ্ট।এই সিরিজের প্রথম দু"টি ম্যাচই জিতেছে ভারত। আগামীকাল তৃতীয় ম্যাচ জিতলেই সিরিজ দখল করবেন বিরাটরা। তার আগে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে সাউদি বলেছেন, "ভারতীয় দল ভাল খেলছে। ওদের দল বিশ্বমানের খেলোয়াড়ে ভর্তি। প্রথম ম্যাচ কিছুটা আমাদের পক্ষে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে আমরা পর্যুদস্ত হয়েছি। ভারতের বিরুদ্ধে খেলা সবসময়ই কঠিন। ওরা দেশের বাইরেও ক্রমশঃ ভাল দল হয়ে উঠছে। ভারতকে হারাতে গেলে আমাদের সেরা খেলা খেলতে হবে।"আগামীকালের ম্যাচে নিজেদের দলের পারফরম্যান্স নিয়ে অবশ্য আশাবাদী সাউদি। তিনি বলেছেন, "খেলার মাঠ বদল হওয়ায় আমাদের সুবিধা হওয়া উচিত। আমাদের এই ম্যাচ জিততেই হবে। আমাদের দলগত খেলা খেলতে হবে। আমাদের আজকের প্রস্তুতির উপর সবকিছু নির্ভর করছে। আমরা যদি নিজেদের খেলা খেলতে পারি, তাহলে ফল নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। প্রথম দুই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আশা করি সিরিজ বাঁচিয়ে রাখতে পারব।"

গাঁজা বিরোধী অভিযানে পুলিশের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ জানুয়ারি ।। গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল পুলিশ। ফকিরামূড়ায় গাঁজা বাগান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কাউকে আটক করা যায়নি। বিশালগড় থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার বিকেলে পূর্ব গকুলনগরে ফকিরামূড়ার বন দপ্তরের জায়গায় অবৈধ গাঁজা বাগান ধ্বংস করল। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বিশালগড় থানার এএসআই তপন দেবনাথ। তাছাড়াও ছিল টিএসআর জওয়ানরা। সমগ্র ভারতবর্ষের মানচিত্রে অবৈধভাবে গাঁজা চাষের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সিপাহীজলা জেলা বিশেষ স্থান অধিকার করে নেয়। এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘ বছর ধরেই নির্বিঘ্নে অবৈধ গাঁজা চাষ চলত তাবড় তাবড় নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে। বর্তমান রাজ্য সরকারের কঠোর পদক্ষেপের ফলে অবৈধ গাঁজা চাষের কিছুটা লাগাম পড়লেও থেমে নেই গাঁজা কারবারিরা। গভীর জঙ্গলে গত কয়েকমাস আগে থেকেই গাঁজা চাষের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে চাষিরা। জানা গেছে, শুধুমাত্র পূর্ব গকুলনগরের মত বন দপ্তরের জমি নয়, এরকম শতশত কানি জমিতে এখনো গাঁজা চাষ চলছে, সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন জায়গায়। লক্ষ লক্ষ গাঁজা গাছ এখনো খুব যত্ন সহকারে বেড়ে উঠছে। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ গাঁজা ক্ষেত নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছে। তবে সোমবারের পূর্ব গকুলনগরের ফকিরামূড়ার গাঁজা চাষে কারা জড়িত জানা যায়নি। অভিযুক্তদের সন্ধানে তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

নোবেলজয়ীর উদ্দেশ্যে ট্যুইট রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি. স.) : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-প্রাঙ্গণ ছাড়ার মুখে ট্যুইট করলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য জগদীপ ধনকর।

দক্ষিণ কলকাতায় নজরুল মঞ্চে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যপাল ট্যুইটে লেখেন, "আমরা আজ নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক মজুমদারকে সাম্মানিক ডি. লিট উপাধি দিলাম। সমাবর্তনে অংশ না নিয়ে চলে আসার সময় যে জিনিসটা সবচেয়ে আগে মাথায় এল তা হচ্ছে তাঁর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা অটুট থাকছে।" অপর এক ট্যুইটে আচার্য তথা রাজ্যপাল লেখেন, আমি অভিজিৎবাবু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর সামনে ডি. লিট-এর শংসাপত্রে সই করেছি। অসাধারণ যোগ্যতা এবং ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। ওনার বিনয় এবং গভীরতায় আমি আপ্লুত।

বাক দেবীর আগমনে বাতাসে লাগলো দোলা। ছবি- নিজস্ব।

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের নবনির্মিত ইমার্জেন্সি বিভাগের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জানুয়ারি ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে বহু প্রতিক্ষিত ইউএসজি এক্সরে, ইসিজি, শিশু বিভাগ এবং নবনির্মিত ইমার্জেন্সি বিভাগের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটন হল মঙ্গলবার। বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আল্ট্রা সনোগ্রাফি, এক্সরে, ইসিজি মেশিন সহ শিশু ওয়ার্ডের উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক চিকিৎসক অতুল দেববর্মা, কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য, খোয়াই জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক নির্মল সরকার, রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা শুভাশিস দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া পুরপিতা নীতিন কুমার সাহা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক চন্দন দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস সহ অন্যান্যরা। পরে এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক নির্মল সরকার বলেন, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত হল। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে রোগ নির্ণয়ের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে চিকিৎসকরাও রোগ নির্ণয়ের পর সঠিক চিকিৎসা প্রদানে সমর্থ হবেন। প্রত্যেক চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

চিকিৎসা শাস্ত্রে সনোগ্রাফি, এক্সরে, ইসিজি মেশিনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে ওই মেশিনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এলাকার সাধারণ মানুষজনদের চিকিৎসার কথা উপলব্ধি করে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এসব মেশিন বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিল, যা আজ উদ্বোধন হয়। অপরদিকে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার নবদিগন্তের সূচনা হল। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে তিনি মহকুমার সমস্ত জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আন্তরিকতার সঙ্গে রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদেরকে পরিষেবা দিতে হবে। শুধু তাই নয় সহমর্মিতা নিয়ে কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীরও তার পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা খুবই জরুরি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এই মানসিকতায় প্রস্তুত হতে তিনি চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত প্রত্যেকের তিনি আবেদন জানান।

বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় আরও বলেন, তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। মহকুমার রোগীরা যাতে এখানেই উন্নতমানের সব পরিষেবা পেতে পারেন সেই লক্ষ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি ঘটলে রোগীদের আগরতলামুখী হতে হবে না। এর ফলে একদিকে যেমন রোগীদের আর্থিক চাপ কমবে ঠিক তেমনি জিবি হাসপাতালের উপর রোগীর চাপ কমবে বলে আশা ব্যক্ত করেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক।

হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন অসুস্থ মানুষজন। তাই অধুনা চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ পেতে অধুনা ব্যবস্থা করা হল। তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শ দেন যাতে অসুস্থ হয়ে আসা মানুষজনদের সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। এছাড়াও তিনি বলেন,রাজ্য সরকার প্রতিটি জেলা ও মহকুমা হাসপাতালকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি হাসপাতালের উপরও চাপ কমবে।

ত্রিপুরা কিষাণ শ্রমিক ও যুব কর্মী সমিতির রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা কিষাণ শ্রমিক ও যুব কর্মী সমিতির রাজ্য কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও দাবিসনদ গৃহীত হয়।

ত্রিপুরা কিষাণ শ্রমিক ও যুব কর্মী সমিতির বৈঠক শেষে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিৎ সিন্‌হা বলেন, এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সংগঠন দেশের এবং রাজ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক ছাত্র, যুব, কৃষক শ্রমিক সহ অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আন্দোলনে শামিল হবে। এটি তাদের ২৮তম বার্ষিক বৈঠক বলে জানান তিনি। সংগঠনের সভাপতি শ্রী সিন্‌হা অভিযোগ করেন, রাজ্যে সামাজিক অবক্ষয় দিনের পর দিন চরম আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। কোন সন্ত্রাস বন্ধ হচ্ছে না। বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে না। এমএন রেগা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার কথা থাকলেও বর্তমান সরকারের আমলে ১৫-২০ দিনের বেশি কাজ পাচ্ছেন না শ্রমিকরা। তাতে শ্রমিকরা আরও অসহায় হয়ে পড়ছেন। ত্রিপুরা কিষাণ শ্রমিক ও যুব কর্মী সমিতি এ বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে জবাবদিহি চেয়ে নোটিশ পাঠাবে বলে জানান বিরজিৎবাবু। প্রয়োজনে তারা আইনের আশ্রয় নেবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ত্রিপুরা কিষাণ শ্রমিক ও যুব কর্মী সমিতি সমাজের সকল অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যেই বিগত ২৮ বছর ধরে পথচলা শুরু করেছে। আগামীদিনেও তাদের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করেছে পাকিস্তান, দাবি রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ না করলে পাকিস্তানের সঙ্গে যে কোনও কথা নয় তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত দ্বাদশ দক্ষিণ এশীয় সম্মেলনে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তানের উপর কূটনৈতিক চাপ বজায় রেখে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, কথা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এক সঙ্গে চলতে পারে না। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে পাকিস্তানকে। কারণ পাকিস্তানের মাটিকে ব্যবহার করে এই সকল সন্ত্রাসবাদীরা ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদকে নিজেদের রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করেছে পাকিস্তান। সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনায় না বসে বৈদেশিক এবং কূটনৈতিক নীতিতে চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদকে কাজ লাগিয়েছে পাকিস্তান। ফলে জঙ্গি কার্যকলাপের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। মুম্বই, উরি, পাঠানকোট, পুলওয়ামাতে জঙ্গি হামলা তারই উদাহরণ।

সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্ত রোখার আহ্বান জানিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করতে হবে। সন্ত্রাসবাদ রুখতে আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ করা প্রয়োজন। এমনকি রাষ্ট্রীয় মদত না দেওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর দাবি এই ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে রয়েছে পাকিস্তান।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির সার্বিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, সড়ক, রেল, বন্দর, জলপথ, মহাকাশ গবেষণা, ডিজিট্যাল যোগাযোগের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ভারত।

দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে পাকিস্তান বাদে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বৈঠক চালিয়ে যেতে ভারত আগ্রহী বলে দাবি করে রাজনাথ বলেন, আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে একটি দেশ বাদে(পাকিস্তান) সবকটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বৈঠক করতে তৈরি ভারত। একের অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাটা বন্ধ করলেই পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হবে।

চোর-ডাকাতদের সাথে সখ্যতার অভিযোগ বিশালগড় থানার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জানুয়ারী।। বিশালগড় থানার পুলিশের সঙ্গে চোর-ডাকাতদের সখ্যতার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ফের আরও একবার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল গরু চোরদের সঙ্গে বিশালগড় থানা বাবুদের সখ্যতা কেমন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ বিশালগড় থানাধীন লাল সিং মুড়া মানবকিলা এলাকার দুই বাড়ি থেকে এক রাতে পাঁচটি গরু চুরি হয়ে যায়। পরদিন সকালবেলা বাড়ির মালিক বিশালগড় থানায় এসে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে এন্টি করেন। এরপর থেকে বাড়ির মালিক খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারেন এলাকার তিনজন গরুচোর এবং সোনামুড়া সীমান্তএলাকার কয়েকজন সঙ্গীদের নিয়ে এখান থেকে গরু চুরি করে সোনামুড়া বড়ডেপার বাসিন্দা ইদ্রিস মিয়ার বাড়িতে রাখেন। ঘটনাটি গরুর মালিক বিশালগড় থানায় জানায়।

কিন্তু বিশালগড় থানা পাত্তা দিতে নারাজ ছিলেন। অবশেষে গরুর মালিক সুনামুরা থানায় গিয়ে ঘটনার বিস্তারিত জানান এবং বিশালগড় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চুরির হওয়ার পাঁচ দিন পর ১৫ ডিসেম্বর সুনামুরা ইদ্রিস মিয়ার বাড়ি থেকে পুলিশ গিয়ে দুইটি গরু উদ্ধার করেন। আর বাকি তিনটি খুঁজে পাননি। এদিকে লালসিংমুরা এলাকার চোরদের সম্পর্কে গরুর মালিকের কাছে যে লোকটি তথ্য দিয়েছিলেন এবং যার তথ্যের ভিত্তিতে দুটি গরু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে সেই লোকটিকে অভিযুক্তরা হুমকি দিতে থাকেন। কোন উপায় না পেয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলাও করেন।

সবচেয়ে তাজ্জবের বিষয় ঘটনার ৪৫ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল আজ পর্যন্ত বাকি তিনটি গরু উদ্ধার কিংবা চোরদের সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য তাদের কাছে ছিল তাদেরকে গ্রেপ্তার তো দূরের কথা থানায় এনে নূন্যতম জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন বোধ করেননি বিশালগড় থানার পুলিশ।প্রশ্ন উঠছে যেখানে পাঁচটি গরু চুরি হয়ে গেল দুইটি গরু উদ্ধার করতে পেরেছেন পুলিশ এবং চোরদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে অভিযোগ থানায় করা হয়েছে যার মামলা নম্বর বিশালগড় থানা ১৪১/১৯। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯/৪১১ ধারা। প্রশ্ন হল সোনামুড়া সীমান্ত ইদ্রিস মিয়ার বাড়িতে দুটি করে উদ্ধার হলেও এগুলো এখানে কিভাবে গেল কারা নিয়ে গেল, আর বাকি তিনটি গরু কোথায়, সেই বিষয়ে পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি বলে অভিযোগ। উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিশালগড় এলাকার গরু চোর দের সম্পর্কে পুলিশ এত নিষ্ক্রিয় কেন এই নিয়ে থানা পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় বইছে সমগ্র বিশালগড় জুড়ে।

আলফা স্বাধীন-সহ উত্তরপূর্বের সকল উগ্রপন্থী সংগঠনকে শান্তি আলোচনায় বসার আহ্বান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : স্বাধীন অসমের দাবিদার নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম, স্বাধীন (আলফা-স্বা)-এর সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়া-সহ উত্তরপূর্বের সকল উগ্রপন্থী সংগঠনকে সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের বহু দফতরের মন্ত্রী তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গতকাল সোমবার নয়াদিল্লিতে ঐতিহাসিক বড়ো শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর আত্মবিশ্বাসী মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব মঙ্গলবার সকালে দিশপুরে জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্ত্রী ড় শর্মার বক্তব্য, 'অসম, মণিপুর-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবগুলি বিদ্রোহী সংগঠনকে শান্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল স্রোতে ফিরে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি। আলফা স্বাধীনের সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়ার প্রতিও আহ্বান জানাচ্ছি, তিনিও আলোচনার টেবিলে আসুন। আলোচনার জন্য আগ্রহের সঙ্গে বসে রয়েছে ভারত সরকার।' তিনি বলেন 'বড়োল্যান্ডের মতো সমগ্র অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থায়ী শান্তি ও প্রগতির জন্য পরেশ বরুয়ারও আলোচনায় আসা দরকার।'

হিমন্তবিশ্ব বলেন, 'বরুয়া যদি ইচ্ছা করেন, তা-হলে ভারত সরকার তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য দুপায়ে খাঁড়া, গতকাল নাকি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শান্তির পরিবেশ আনতে হলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে আলোচনা করতে হবে, গতকাল যেভাবে এনডিএফবি-র চার গোষ্ঠীর নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আলফা-র আলোচনাপন্থীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনা চলছে। পরেশ বরুয়াও যদি বাইরে বেরিয়ে আসেন তা-হলে আলোচনার গতি আরও বাড়বে, অধিক সফল হবে শান্তির প্রক্রিয়া। তাই তাঁকে লোকালয়ে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।'

ফলনের অপচয় হ্রাস করাই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): কৃষক এবং উপভোক্তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন এবং ফলনের অপচয় হ্রাস করাই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারউ এ জন্য সরকার পরম্পরাগত কৃষিকে প্রসারের লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই কাজ করছে। মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত গুজরাটের গান্ধীনগরে আয়োজিত বিশ্ব আলু সম্মেলন-এ এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কৃষকরা যাতে উতাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পান এবং উপভোক্তাদের উপরও যাতে কোনও রকম বোঝা না বাড়ে, এজন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা হ্রাস করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

বিশ্ব আলু সম্মেলন, ২০২০-র উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন

ছয়ের পাতায় দেখুন

মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগে ট্রেড লাইসেন্স বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২৮ জানুয়ারি।। সদর উত্তরের মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগে মোহনপুর বাজার ব্যবসায়ীদের মধ্যে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা শিক্ষা মন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান মতিলাল দাস এবং মোহনপুরের এসডিএম প্রসূন দে। রাজ্যের পুর পরিষদগুলির মধ্যে মোহনপুর পুর পরিষদের অধিন মোহনপুর বাজারটি তুলনামূলকভাবে অনেকদিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে। বাজারটিকে উন্নয়নে শিখরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে ট্রেড লাইসেন্স করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার মোহনপুর পুর পরিষদ আয়োজিত ট্রেড লাইসেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানের সূচনা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন যেকোন কাজ করতে হলে সুনির্দিষ্ট কাগজপত্র থাকা প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স খুবই জরুরী। মোহনপুর পুর পরিষদর ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়মকানুনের যে সরলীকরণ করেছে তাতে সন্তুষ ব্যক্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন বাজারের ১২০ জন ব্যবসায়ী এদের ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করলেও আরও বেশ কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী বাদ পড়ে রয়েছেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।